শিখরিণী।

প্রথম অংশ

[প্রাকৃত বিপ্রলম্ভ, শান্তরতি ও উজ্জ্বলরসাশ্রিত পদাবলী।]

'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'

শ্রীনিত

প্রকাশিত

শ্রীধাম বৃন্দাবন।
শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রে, শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৮

মূল্য ।৶০ আনা

শ্রীরাধাবিনোদসেবানিরত

অদোষদর্শী, গুণগ্রাহী, রসতত্ত্বজ্ঞ,

পরম ভাগবত

রাজর্ষি শ্রীল রায় বনমালী রায় বাহাদুর

মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে

শিখরিণী

প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ

সাদরে

অর্পিত হইল।

মঙ্গলাচরণ।



"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

শ্রুতিঃ।

লুম-ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

"প্রেম অমূল্য রতন!
মিলে, হৃদি-জলনিধি করিলে মন্থন।
স্বভাব সরল করে,
গরিমা গরল হরে,
সকল সুখের তরে, বিধির সৃজন।
রাজ-রাজেশ্বর,
প্রেম মূরতিধর,
প্রেমে বাঁধা চরাচর—নিখিল ভুবন!"

১২৮৭—৩৯৪।

শ্রীগুরবে নমঃ।

মুলতান—আড়া

শ্রীগুরু কল্পতরু, পতিত-পাবন!
সপ্রকাশ, তমোনাশ, ভব-পাশ-খণ্ডন।
হে দেবেশ দয়াময়!
শান্তিদাতা সর্ব্বাশ্রয়!
সুকল্যাণ পয়োনিধি, দুঃখ-তাপ-বারণ!
অজ্ঞান তিমির-হর,
প্রেম-মূরতি-ধর,
শ্রীরাসবল্লভ জয়!—ভকতি-ভূষণ!
অন্ধের আঁধার ঘোর,
ব্যথীর নয়ন লোর,—
কে ঘুচায় তোমা বিনা, হে ভয়-ভঞ্জন!
শুভ সম্পদময়—
দেহি দাসে পদাশ্রয়,
চরণে শরণাগত, সখা অকিঞ্চন।



শিখরিণী।

প্রথম অংশ।

প্রথম স্তর।

প্রাকৃত বিপ্রলম্ভ।

কেদারা—আড়াঠেকা।

কি জানি কেমন করে মন!
অকারণ কেন হয় হেন উচাটন!
দিবা নিশি গর গর,
হিয়া মাঝ থর থর,
আকুল পরাণ অতি বিকল জীবন!
পরাণ পুতলী দলি',
সাধ আশা গেছে চলি,
ব্যথা মাথা সুখ হেথা করে বিচরণ।

বেদনার ডোর দিয়ে,
কে যেন বেঁধেছে হিয়ে,
বাসনা, বিজনে বসি' কাঁদি সারাক্ষণ!
ভাবনার শেষ নাই,
কি ভাবি, ভেবে না পাই,
কেমন এ ব্যাধি, মোরে কবে কোন জন?
কোন্ তত্ত্বে মত্ত মন,
কারে করে অন্বেষণ,
কার তরে ভেবে মরি, কোথা বা সে জন?
অজানা সুখের দেশে,
যেন রে চ'লেছি ভেসে,
কোথা শেষ?—শেষ কিরে হবে না কখন? ১।

সুরট মোল্লার—একতালা।

আজো সেই কথা জাগে মনে।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তার সনে,
নয়নে নয়নে!
সে কি দৃষ্টি—সুধা বৃষ্টিপাত যেন,
হৃদি আবিলতা করি প্রক্ষালন,

চকিতে এ চিতে করিল আসন,
অবাক হইনু সে ভাব দর্শনে !

সহসা বহিল দখিণানিল,
পিক, পাপিয়া ঝঙ্কার দিল,
মোহিনী মূরতি প্রকৃতি ধরিল,
হরষে হাসিল চাঁদ গগনে।

হৃদয়ের মাঝে সুধা প্রস্রবন,
নিমেষে অমনি হইল সৃজন,
স্নেহ প্রীতি রসে ভরিল জীবন,—
প্রতি শিরা মাঝে সুধা সঞ্চরণে !

এক দিনও আশা করিনিক তার,
এক দিনও ফিরে চাহিনি আবার,
সাধ ক'রে কই ভাবিনি ত আর,
তবু সেই দেখি গাথা ধ্যানে জ্ঞানে !

সে যে কে, কিছু নাহি জানি তার,
যে হো'ক, সে হো'ক, কি তায় আমার,
শত ভাবময় সেই আঁখি তার,
চির আঁকা হ'য়ে আছে মোর প্রাণে ! ২ ।

ভৈরবী—যৎ।

কি জানি কি আছে মাখা তোমার বয়ানে!
নয়ন ফিরাতে নারি, চাহিলে ও মুখ পানে!
মনে করি নাই প্রভু।
অবোধ বালিকা কভু,
দেবতার প্রেম লাভ করিবারে পারে!
স্মরণ দিয়াছ কবে,
স্নেহ করি এ দাসীরে,
স্থান দে'ছ হৃদয়ের নিভৃত আগারে!
বুঝিনা কেমন সুখ,
দেখিলে তোমার মুখ,
কি এক উল্লাসে যেন ভ'রে উঠে মন!
ভুলে যাই অপনারে,
মনে হয় একেবারে,
আর কেহ নাই শুধু আমরা দুজন!
পারিজাত পরিমল,
স্বরগের পুণ্য ফল,
ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক সে সুখ কি ধরে—
যে সুখ তোমার মুখ দাসীরে বিতরে!

সারা দিন, সারা নিশি,
এমনি সমুখে বসি,
হাসি মাখা মুখ খানি দেখায়ো আমাৈ
আর কিছু নাহি চাই,
আর কোন সাধ নাই,
দাসীর এ ভিক্ষা নাথ। তোমার চরণে। ৩

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

কেন প্রাণ দেখিবারে তারে তোর এ যতন?
বল কি হরষে ভাস' লভি' তার দরশন?
নিশি দিন চোকে চোকে,
এত যে দিছিস রেখে,
তবুও দরশ তৃষা মিটিবে না কি কখন?
বদনে অমিয়া ক্ষরে,
নয়নে পীযূষ ঝরে,
তাই বুঝি অনিমিষে পিতে সাধ অনুক্ষণ? ৪।

সোহিনী-বাহার—ঝাঁপতাল।

কে বলে নয়ন তব শুধুই অমিয়া ক্ষরে?
কভু সুধাধার দেখি, কভু বিষ বাণ ধরে!

ভ্রূধনু কুঞ্চিত ক'রে, কুটিল অপাঙ্গ শরে,
হানিয়া মরম তল, আকুল ব্যাকুল করে!
কভু স্নিগ্ধ শান্তি ছায়ে, সুশীতল মৃদু বায়ে,
জুড়ায় এ শ্রান্ত প্রাণ, শান্তিময় সমাদরে!
কভু তীব্র হলাহল, ঢালিয়া মরম তল,
শান্তির আলয় মোর ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করে!
কভু শান্ত নীলোৎপল, কভু চকিত চঞ্চল,
কভু দিঠি সকরুণ, কভু নত লাজ ভরে!
কভু প্রীতি স্নেহ মাখা, কভু বা অশনি ঢাকা,
বুঝিতে নারিনু দেবি! ও আঁখি কি গুণ ধরে! ৫

ভৈরবী—যৎ।

না জানি কি আছে সখা! তোমার নয়ানে—
মরমে শিহরে প্রাণ, যদি চাহি মুখ পানে!
কেমন আপনা ভুলি',
যদি কভু মুখ তুলি',
চাহিতে নয়নে হয় নয়ন মিলন!
যেন অপরাধী কত,
লাজ ভয়ে আকুলিত,
অধীর ব্যাকুল চিত, হয় গো তখন!

কথনো আদর করি',
স্নেহে দু'টী হাত ধরি,
সুধাইতে কত শত মধুর বচন।
না ফুটিতে আধ বুলি,
আধেক যেতাম ভুলি,
কি জানি কেমন প্রাণ হইত তখন!
কে তুমি?—কেন গো মোরে,
বাঁধ এত স্নেহ ডোরে,
তুমি কি গো স্বরগের করুণ দেবতা?
দেবতা না হবে যদি,
এত স্নেহ মাখা হৃদি—
কার আছে?—কার এত করুণা মমতা? ৬।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি আর চাহিবে দাসী, কিবা আছে চাহিবার।
তুমি ত আমারই নাথ! আমিত তোমার।
বল কি চাহিব আর,
তুমিত সকল সার,
যে ধনী, এ ধনে ধনী, অভাব কি আছে তার!

অযোগ্য যে জন, তারে,
কে বা বল সমাদরে?
তবু ত ত্যজনি তারে, সে গুণ কি ভুলিবার?
দাসী ব'লে রেখো পায়,
আর কিছু নাহি চায়,
ও চরণে মতি যেন রহে চির দিন তার। ৭।

পাহাড়ী—ঝাড়া।

সাধ যায় প্রাণ সখা! মানস মন্দিরে,—
রাখি তোমা নিশি দিবা, পূজি' সমাদরে!
আনন্দ-অধীর প্রাণে,
স্থাপি হৃদি সিংহাসনে,
নির্নিমেষে দেখি মুখ, অলস আবেশ ভরে!
তিলেক বিচ্ছেদ ভয়,
আর যেন নাহি রয়,
প্রাণে প্রাণ গাঁথা হ'য়ে থাক হে অন্তরে! ৮

বেহাগ—কাওয়ালী।

না জানি ও পদ তব কি গুণ ধরে!
এত যে মরম জ্বালা, নিমেষে শীতল করে!
দাসী বলে নাহি চাও, হাসি মুখে না সুধাও,
ভুলিব সকল দুঃখ, রাখ পদ হৃদি'পরে!
শরণ লভিব যাতে, দাও শ্রীচরণ মাথে,
কোথা দুঃখ তার, যার ও চরণ অধিকারে! ৯।

সিন্ধু-কাফি—আড়াঠেকা।

ভাবি, তোমায় ভাবিব না, দেবতায় দিব মন—
কায় মনে ভগবানে করি আত্ম সমর্পণ!
তুমি ভাব' সাধ ক'রে,
দুঃখ পাই তোমা তরে;
আমি ত ভুলিতে যাই, ভুলিতে বাড়ে বেদন।
কামনা,—যাতনা-মূল,
জগত শুধুই ভুল,—
বুঝি, বুঝে না ত প্রাণ, হয় তবু উচাটন!

শিখরিণী।

ইষ্ট দেবে স্থাপি হৃদে,
ধ্যানে বসি আঁখি মুদে,
চকিতে বুঝিতে পারি, সে ধ্যান তোমারই ধ্যান!
কি ধ্যান করিব তাঁর, তুমি হৃদে সারাক্ষণ! ১০।

কাফি—ঝাঁপতাল।

কেমন এ প্রেম-প্রথা বুঝিবারে নারি!
সে হাসে বিরলে বসি, আমি কেঁদে মরি!
যে কভু হবে না মোর,
তারি ভাবে মন ভোর,
যে সাধে হয় না তার, যে দলে হয় গো তারি।
যত মোরে ঠেলে পায়,
তত প্রাণ তারে চায়,
যে চাহে তারে ত প্রাণ, দেখিতে চাহে না ফিরি! ১১।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

স ভাল যদি না বাসে আমায়।
আমি কেন ভুলিব তাহায়!

বিরলে গোপনে বসি,
স্মরিব সে মুখ শশী,
সে কেন ভাবিবে মোরে, আমি ত ভাবিব তায়!
আমি কেহ নহি তার,
সে ত মোর আপনার,—
জীবন সর্ব্বস্ব মোর, বিকায়েছি তার পায়! ১২।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

সে কি জানে, কি যাতনা প্রাণে! (তারি অদর্শনে।)
তা' হ'লে কি ভুলে র'ত, নিতান্ত অধীনী জনে।
মোর বুক ভরা ব্যথা,
তার শুধু মুখের কথা,
আমি কাঁদি তার তরে, সে হাসে গোপনে! ১৩।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সে কেন দুর্ল্লভ এত, যারে এ হৃদয় চায়!
বুঝালে বুঝে না মন, তবু তারি দিকে ধায়!

শিখরিণী।

কত মতে ছলে কলে,
বারেক দর্শন পেলে,
কি হয় প্রাণের মাঝে, সে কথা কহিব কায়!
স্বর্গের বিভব যত,
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ সেত—
চরণে ঠেলিতে পারি,—সে যদি বারেক চায়। ১৪

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাল বেসে ভাল থাক', যাবে তুমি ভাল বাস,
এ বাসনা ভিন্ন আর নাহি সখা! কোন আশ।
প্রেমের পিয়াসী নই,
কভু ও চরণ বই,
ছিল না গো এ দাসীর সে সুখ প্রিয়াস!
বাস বা না বাস ভাল,
ভাল থাক, এই ভাল,
সুখী হও, এই সুখ, নাহি অন্য অভিলাষ। ১৫

বসন্ত বাহার—আড়া।

কোথা পাস এত বারি বল আঁখি অভাগারে—
লুকায়ে রেখেছ বুঝি জলনিধি হৃদাগারে ?
জনমিলি যেই ক্ষণ,
আরম্ভিলি বরিষণ,
যুগ যুগান্তর হ'ল, তবু ত থামিল নারে !
আর কত কাল ধরি,
আঁখি ! তোর অশ্রুবারি,
ঢালিবি এ মরুতলে, এত অবিরাম ধারে !
কেন তোর এ রোদন ?
কার লাগি এ বেদন ?
কেন দুঃখ ব্যথা ল'য়ে, জনমিলি এ সংসারে ! ১৬

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কার লাগি অনুরাগী অবোধ হৃদয় !
পাষাণে বাসিয়া ভাল বল কিবা ফলোদয় ?
ভাবিয়া আপন জন,
যাহারে সঁপিলি মন,
তাহারই হৃদয়ে আজি ঘৃণার উদয় !

শিখরিণী ।

চরণের মূলে যার,
দিলি প্রাণ উপহার,
এই কিরে হ'ল তার স্নেহ বিনিময় !
ফেটে যা' ফেটে যা' বুক,
চাহি না ধরার সুখ,
মিছে আশা, ভাল বাসা, সে যদি নিদয় ! ১৭

জয়জয়ন্তি—আড়া ।

যার লাগি প্রাণ কাঁদে সে কেন বুঝেনা প্রাণ !
দয়া লেশ নাহি তার, হৃদে হানে বিষ বাণ !
আমি কাঁদি যার তরে,
সে ত গো চাহে না ফিরে,
কাঁদি কাঁদি সাধি যত, তত করে হতমান !
হাবে বিধি অকরুণ !
কেন হেন নিদারুণ—
করিলি রে তার হৃদি, যারে হৃদে করি ধ্যান ! ১৮ ।

পীলু-বাঁরোয়া—ঠুংরি।

হারে অবোধ হৃদয়!
অকারণে কেন এত আকুলিত হয়!
সে যে দেবী স্বরগের,
কেন মর্ত্ত্য-মানবের,
দারুণ মরম ব্যথা বুঝিবে গো হায়!
অথবা দেবতা হ'লে,
পদতলে দ'লে দ'লে,
দিত না ফেলিয়ে প্রাণ এত উপেক্ষায়!
জানি সে আমার নহে,
তবু কেন চিত দহে,
কেন বিষবহ্নি-ময় মরম নিলয়!
মনে করি ভুলে যাই,
স্মৃতির বিনাশ নাই,
অভাগারই হৃদে রহি', দহে অভাগায়॥১৯।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুখ সাধ সব, গিয়াছে ফুরায়ে,
আছে শুধু জাগি বেদনা।

শিখরিণী।

আশার কুয়াসা, কল্পনা কুহেলী,
গিয়েছে, মিটেছে বাসনা।
আর কারো তরে, ভাবনা নাই,
নিভৃত হৃদয় মাঝার,—
কেবল বেদনা, বেদনা ভরে,
করে শুধু হাহাকার!
আপনা বলিতে, আপনা ভাবিতে,
আর কেহ মোর নাই।
তপ্ত মরু শুধু, উগারে অনল,
শিখা-শ্বাস বহে তাই!
তবে যে এ আঁখি, বরষে সতত,
এ শুধু আনন্দ লোর।
কেহ নাহি যার, সব আছে তার,
সেই সুখে আছি ভোর! ২০।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেমনে ভুলিলে সুখ-শৈশব স্বপন?
আর কি সে সব কভু হবে না স্মরণ?

সেই মৃদু বায়ু ভরে,
দুলিছে নলিনী সরে,
আকাশে সুহাস শশী ভাসিছে তেমন—
তবে কেন সেই ভাব নাহিক এখন ?
তখন যে কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা,
রেখেছিনু সঙ্গোপনে করিয়ে যতন,
কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জিব সে সব এখন ?
সজনে কি নিরজনে,
স্বপনে কি জাগরণে,
যে জাগিত অনুদিন মানস-মোহন,
কেমনে ভুলিব, সেকি ভুলিবার ধন ?
ভুলিতে পার দাসীরে,
দাসী কি ভুলিতে পারে ?
চির দিন পূতঃ প্রেমে পূজিবে চরণ,
স্বামীর চরণে বাঁধা সতীর জীবন। ২১।

টোরী-ভৈরবী—মধ্যমান।

দেখা ফিরে ফিরে কেন হয়!
কেন তার দেখা মিলে যে জন আপন নয়!
মনে করি যাব না গো,
আর দেখা দেব না গো,
কাটুক মরম-তল কহিব না কায়,
তবু হৃদি মাঝে কেন হয় গো উদয়!
হায়রে রে অভাগা বালা!
এত যে লভিলি জ্বালা,
দহি' দহি' ভস্ম হ'ল মরম নিলয়,
তবু কেন তার তরে আকুল হৃদয়!
কেন হেন ভাল বাসা,
কেন হেন সুখ আশা?
নাহি হেথা স্নেহ সুধা, আছে হলাহল,
নব-হৃদি মথি' হায় লভিলি কি ফল?
অনন্ত দুঃখের সাথে,
কেঁদে কেঁদে পথে পথে,
বেড়া তুই দিবা রাতে, করিতে জীবন লয়,
যাস্ নারে তার কাছে, যে দুঃখে কাতর নয়!

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

যাতুক প্রাণের জ্বালা জ্বলুক হৃদয়,
এ জীবনে সে যাতনা দেখাবার নয়!
পাতকী কি যেতে পারে দেবতার কাছে!
দেবতারে সে কলঙ্ক পরশয় পাছে!
না-না আর যাবনা গো দেখাব না হৃদি,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া কভু নিবে যায় যদি,—
যাক্, যাক্—নিবে যাক শূন্য হোক প্রাণ,
হৃদয় অশান হোক পাষাণ সমান!
ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহ যাক্ একে একে,
সুখী হব, সুখে রব তারে ভাল দেখে! ২৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

উথলি' উথলি', হেলি' হেলি' দুলি',
কোথা প্রেমময়ী অচল বালা!—
কিবা সুখ আশে, কিবা অভিলাষে,
চ'লেছ ভূষিয়া লহর মালা?
কার গুণ গাও, কার কথা কও,
কারে বা জানাও মরম বেদন!

কঠোর ধরায়, কেহ নাহি হায়,
বুঝিবারে চায় ব্যথীর রোদন !
কাঁদ' লুঠ' পায়, ফিরে নাহি চায়,
হাসিয়ে পলায়, করি অবহেলা !
দিবে যাবে প্রাণ, সেত তার প্রাণ,
দিবে না,—দিবে লো দারুণ জ্বালা ! ২৪

ভৈরব—একতালা ।

কাল মেঘ রাশি, যাইবে চলিয়ে,
আবার তপন গগন গায়,—
উদিবে আসিয়ে, আনন্দে ভাসিয়ে,
সরসে নলিনী হাসিবে তায় ।
প্রদোষ আসিবে, হরষে মাতিবে,
যতেক কানন-কুসুম কুল,—
শশধর করে, চল বাত ভরে,
আনন্দে উথলি' ছলিবে মৃদুল !
দেখিতে দেখিতে, সবার হৃদয়,
সুখ নীরে পুনঃ ভাসিবে রে !

অভাগা হৃদয়, এক ভাবে সদা,
অনন্ত জ্বালায় জ্বলিবে রে !
নাহি সুখ লেশ, দুঃখের পাথারে,
নিয়ত হৃদয় ভাসিয়ে যায় !
জীবন আলোক, দেখিতে দেখিতে,
এমনি করিয়া নিবিবে হায় ! ২৫ ।

লগ্নী—যৎ ।

এত দুঃখ লভিলি, হৃদয় ভাঙিলি,
তবু মানা মানিবি না !
কিশোর জীবন, কাঁদিয়া যাপিলি,
তবু আশা ত্যজিবি না !
কত মধুময়, সুখময় স্বপন,
দেখিলি আশা ভরে !
যত সুখ সাধ, কত নব বাসনা,
রাখিলি হৃদি ভ'রে !
করুণ নয়নে, চেয়ে র'লি মুখ পানে,
আশা কহিল কত কানে ।

টুটিল স্বপন, ঘুচিল ভরম,
বাজিল দারুণ প্রাণে!
সুধীর শ্বাস, বহিল সুধীরে,
চাপিলি ধীরে হৃদয়।
তিতিল অঞ্চল, তিতিল ক্ষিতিতল,
ভাঙিল মরম নিলয়!
যে শঠ আশা, এত দুঃখ দিল,
তবু তারে দলিবি না!
ও করুণ মুখ পানে, যেনা ফিরে চাহিল,
তারে তবু ভুলিবি না! ২৬।

কালাংড়া—যৎ।

ভাল বাস না বাস, বল মুখে, 'ভাল বাসি।'
গোপন মরম কথা কাজ কি প্রকাশি'?
আছি ভাল ভাবে ভোর,
ভেঙোনা স্বপন ঘোর,
হোক্ মোহ, মোহ মোর হ'য়ে থাক্ অবিনাশী।

তোমার মন তুমি জান,
আমি ত দিয়েছি প্রাণ,—
সেত আর ফিরিবে না ;—চির বাঁধা পদে দাসী। ২৭।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কাঁদ—কাঁদ লো যামিনি।
অজস্র নয়নাসারে ভাসাও মেদিনী।
হাস' হাস' অট্টহাস,
ভাষ' ভাষ' বজ্র ভাষ,
কার তরে ?—কে শুনিবে তোমার কাহিনী !
কেহ ফিরে চাহিবে না,
কেহ শ্বাস ফেলিবে না,
হেরি তোর কালী-মাথা বিষণ্ণ মুখানি !
কঠোর কঠোরতম,
শীলা, শৈল, বজ্র সম—'
মানব প্রকৃতি মতি, জান না কি ধনি !
বিষাদ মরম-গাথা,
প্রাণের প্রলয় কথা,
নীরবে খুলিয়ে প্রাণ গা'লো আপনি।

শিখরিণী।

যদি কেহ নাহি শুনে,
তুলিয়ে পরের কানে,
কি ফল বল্‌লো তায়, লভিবি স্বজনি! ২৮

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুখের কল্পনা মম এ হৃদয়ে ছিল যত,
বিসর্জ্জিব কাল-স্রোতে আজি গো জনম মত
এ হৃদয়ে যত আশা,
আছে স্নেহ ভালবাসা,
নিমেষে ফুরা'বে সব, যা'ছিল সুখের ব্রত!
আর কাছে কাঁদিব না,
আর কভু দেখাব না,
কি বিরাজে হৃদি মাঝে আকুলি' সতত!
রাখিলে না পদতলে,
ডাকিলে না দাসী বলে,
ঘৃণায় হাসিলে কত, দেখি পদে অনুরত!—
তা' ব'লে ভেব' না মনে,
বেদনা পে'য়েছি প্রাণে,
ভাল বাসিলে না ব'লে হ'য়েছি ব্যথিত।

ভাল বাসা চাহি নাই,
কভু ভাল বাসি নাই,
শুধু তোমা দেব-ভাবে ভাবিয়াছি অবিরত ! ২৯ ।

পীলু—যৎ ।

আজি নাথ ! অভাগিনী এই শেষ ভিক্ষা চায়,
হাসি-মুখে এ দাসীরে দাও হে চির বিদায় !
প্রবোধে কি প্রয়োজন,
বুঝেছি তোমার মন,
মুখের আদর সখা ! কেন আর তায় !
ছিঁড়ে ফেল স্নেহ পাশ,
একটী সুদীর্ঘ শ্বাস,
ফেলিবে না অভাগিনী, দুঃখ করিবেনা তায় । ৩০

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

দাঁড়াও—দাঁড়াও সখা ! চাহ এক বার !
আঁখি ভরে দেখে যাই মুখানি তোমার !

শিখরিণী।

(যদি) কহিতে দাসীর সনে,
প্রীতি নাহি পাও মনে,
ক'য়ো না, ক'য়ো না কথা, হাস একবার!
বিজনে গহনে ফিরি,
কাঁদিব তোমারে স্মরি,
(ও চরণে মতি যদি থাকে গো আমার,)
জনমে জনমে দাসী হইব তোমার! ৩১।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যাই—যাই, জনমের মত দেখে যাই!
দাঁড়াব না—দাঁড়াতে গো দাসী আসে নাই!
শেষ দেখা দেখে যাব ব'লে,
এত কাছে এসেছি গো চ'লে,
দেখিব ও মুখ খানি, আর কোন সাধ নাই!
আর গো অমন ক'রে,
ঘৃণার ভ্রূকুটী ভরে,
চেয়ো না গো, ক্ষমা কর,—বড় প্রাণে ব্যথা পাই! ৩২।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে বলে প্রণয় সুধা,—এ যে শুধু হলাহল!
শুনিতে সুখের বটে, পিয়ে যে সে বুঝে ফল!
ধক্ ধক্ করে প্রাণ,
দিবা নিশি আন্‌চান্,
বিষানল জ্বলে শুধু হিয়ামাঝে অবিরল।
সুধা ভ্রমে কেন হায়,
সবে বিষ পিতে ধায়,
সে যে মরিচীকাময়, মরুভূমে যথা জল! ৩৩।

টোরী-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এ বিশাল বিশ্ব মাঝে কে আমি হেথায়!
দুঃখ, ব্যথা ভার বহি' চ'লেছি কোথায়?
দাঁড়াবার তিল ঠাঁই—
কিছু নাই, কেহ নাই,
তবু আমি কোথা যাই, কিসের আশায়?
ছিল হেন এক দিন,
সহসা হ'য়েছে লীন,
কতই মধুর শোভা হে'রেছি ধরায়!

শিখরিণী।

আর আজি একি দেখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
বিরস নীরস বিশ্ব শ্মশানের প্রায়!
করুণা মমতা ভরা—
এই কিরে সেই ধরা?
এ যে দেখি পূর্ণ সব বিদ্বেষ ঘৃণায়!
কোথায় জুড়াই প্রাণ,
জুড়াবার নাহি স্থান,
হে বিধি দয়ার নিধি! দাও ঠাঁই পায়! ৩৪

কানাড়া—আড়া।

কই দুঃখ্—কোথা দুঃখ? হরষে উথলে বুক,
সুখ হাসি ভরা দেখি এ বিশ্ব আধার!
সবাই আনন্দে ভাসে, সবাই মধুর হাসে,
শান্তিময় শোভা ময় নিখিল সংসার!
হায় বিধি! তবু একি! কেন প্রাণ থাকি' থাকি',
পূর্ব্ব স্মৃতি তুলি' পুনঃ বাড়ায় আঁধার!
দাও বল এ হৃদয়ে, তব পূতঃ নাম ল'য়ে,
যেন গো বহিতে পারি এ বেদনা ভার! ৩৫।

বাঁরোয়া—যৎ।

হায় বিধি! তুমি কি হে বধির এমন?
পশে না কি তব কানে প্রাণের রোদন?
প'ড়েছে দারুণ বাজ,
ছিঁড়েছে মর্ম্মের মাঝ,
আছি মাত্র দাঁড়াইয়ে স্থাণুর মতন।
হৃদয়ের প্রতি শিরা,
মরমের প্রতি গিরা,
দীর্ণ চূর্ণ, বহি' ঘোর প্রলয় পবন!
অশ্রু নয়-রক্ত স্রুতি,
নিশ্বাস—প্রলয়-গীতি—
ক্ষীণ রেশ্ উঠে, হৃদি করি বিদারণ! ৩৫।

ঝিঁঝিট—একতালা।

গারে পাপিয়া, পিহু পিহু বোলে,
ঢাল রে অমিয়া তান!
গুন গুন স্বরে, গা'রে ভ্রমরা,
মাতুক অলস প্রাণ!

শিখরিণী।

হাস শশধর, হাসাও মেদিনী
ঢালি ঢালি সুধারাশি ;
চকোর চকোরী, পুলক পরাণে
শশী সুধা কর পান।
সুধাকর করে, ঝকি ফুল বালা,
মধুর মৃদুল বাতে !
হেলি' হেলি' দুলি' হাসি হাসি মুখে,
গাবে হরষ গান !
শুধু অভাগিনী বিয়োগ বিধুরা
কাঁদেরে কাতর মনে,
হাসি রাশি মাঝে, দাও রে ডুবায়ে,
ব্যথীর ব্যথিত প্রাণ। ৩৭।

কাফি-সিন্ধু—ঠেকা।

প্রণয়ের প্রতিদান নাহি কি ধরায় ?
এত ভালবাসা কিগো ব্যর্থ সমুদায় ?
ভাল বাসি আমি যারে,
সে ভাল বাসিবে ফিরে,
আঁখিতে আঁখিতে বাঁধি রাখিবে আমায়।

বুঝিবে মরম ব্যথা,
জানিবে মনের কথা,
এক মন, এক প্রাণ হব' দু'জনায়।
একের বিচ্ছেদ আর,
সহিবে না কেহ কার,
চির দিন গাঁথা রবে, হিয়ায় হিয়ায়।
তেমন যদি না হয়,
এ প্রেমে কি ফলোদয়?
তবে কেন হাহাকার,—মুখের কথায়? ৩৮

ভৈরব—একতালা।

সঁপিয়ে হৃদয়, চাহ বিনিময়,
কেন ভাল বাসা বাসিলি এমন?
যাহে দিবা নিশি জ্বালা, চিত্ত বিকলা,
কামনা অনলে দহে প্রাণ মন!
কায় মন দিয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
পারিবিনা যদি ঢালিতে জীবন?
তবে—মুছে ফেল স্মৃতি, সে রূপ মূরতি,
হৃদি হ'তে চির কর বিসর্জ্জন।

এ প্রেম পিয়াসা, নহে ভালবাসা,
রূপের তিয়াসা মরম-পীড়ন!
ভাল বাস যদি, পূর্ণ তব হৃদি,
(যাচিবার আর, কি আছে তোমার?)
প্রেম মন্দাকিনী বহি' অনুক্ষণ,
স্নিগ্ধ কুসুমিত হৃদি-কুঞ্জবন! ৩৯।





শিখরিণী।

দ্বিতীয় স্তর।

শান্ত-রতি।

সোহিনী-বাহার—ঝাঁপতাল।

কালের করাল স্রোতে ভাসিয়া চ'লেছি সবে;
কে জানে কোথায় এই মহাযাত্রা সাঙ্গ হবে!
আসিলাম কোথা হ'তে,
চ'লেছি বা কোন্ পথে,
পরিণাম কিবা তার, কেবা মোরে কবে?
কি মহা উদ্দেশ্য ধ'রে
কোথা ল'য়ে যায় মোরে,
দিক্‌হীন, কূলহীন, আঁধার এ ভবে!
কে আমি, কোথায় যাই?
সত্যই কি কূল নাই?
কেহ কি নাই গো হেথা, হাত ধ'বে সবে?

থাক যদি কেহ হেথা,
একবার কহ কথা,
চিরদিন দুঃখ-ব্যথা বহিতে কি হবে ?
বড় শ্রান্তি,—শান্তি চাই,
কেমনে গো শান্তি পাই ?
কিসে বা জুড়ায় প্রাণ, কি উপায় তবে ?
বল, বল, কথা কও,
কেবা তুমি ?—যেবা হও—
শরণ লইনু পদে ;—যা হবার হবে। ১।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কেন মন সুখ আশা, কার তরে লালায়িত ?
অসার অনিত্য বিশ্ব, মোহ মায়া বিজড়িত।
সংসার তরুর তলে,
শান্তি পাবে ভেবেছিলে,
কোথা শান্তি ? দুঃখ জ্বালা হয় হেথা দ্বিগুণিত !
কেবা পুত্র কেবা জায়া,
অবিদ্যা মোহের ছায়া,
নাহি সুখ তৃপ্তি তায়, শুধু বিষ বিড়ম্বিত !

একমাত্র সারাৎসার,
এ নিখিল বিশ্বাধার,
ঢাল প্রাণ পদে তাঁর, পাবে শান্তি সুনিশ্চিত। ২।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

অনাথ-নাথ প্রভু দীন শরণ!
তোমারই ভরসা ক'রে এ পতিত জন।
বড় জ্বালা প্রাণে অহরহঃ,
কিসে এ দাহ ঘুচে কহ কহ,
শীতল চরণে তুলে লহ লহ,
ত্রিতাপীর তাপ প্রভু! হোক্ বিমোচন। ৩।

কীর্ত্তনের সুর,—লোফা।

সুখের লাগিয়া, ভ্রমিলি জগৎ
কোথায় পাইলি সুখ?
যাহারে ধরিলি, সুখের বলিয়া,
সেই দিল তোরে দুখ!

সুরস বলিয়া, পরাণ ভরিয়া
পিইলি সে রস যত ;
পরিণাম ফল, উঠিল গরল,
পাইলি বেদনা তত !
কাম অন্ধতমঃ, মোহ, মায়া ভ্রম,
ঘেরিয়া রেখেছে তোরে।
কেমনে বাঁচিবি, কিসে বা এড়াবি,
ডুবিলি প্রমাদ ঘোরে !
আর কেন প্রাণ, আপন কল্যাণ,—
বুঝিয়া সুপথে চল।
জ্ঞান করবালে, ছিঁড়ি মায়াজালে,
জগদীশ জয় ! বল।
মোহের ছলনা, কামনা যাতনা,
সকলি পলাবে দূরে।
পাবি শান্তিধাম, লভিবি বিশ্রাম,
যাপিবি আনন্দ-পুরে। ৪।

ইমন্ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

চাহ একবার!

কাঁদি কাঁদি, বুক বাঁধি, ফিরিব গো কত আর?
খুঁজিনু সকল ঠাঁই,
আপনার কেহ নাই,
জুড়াতে এসেছি তাই, চরণে তোমার।
শুনি হে তোমারি নাম,
প্রেম-করুণা ধাম,
তুমি কি দিবে না স্থান, হইবে না আপনার?
তুমিও যদি না চাও,
মনোব্যথা না সুধাও,
কোথা যাব বলে দাও, কে আছে আমার।
বড় আপনার ব'লে,
দিনু প্রাণ পদতলে,
রাখ বা না রাখ পদে, যা' হয় বিচার। ৫।

টোরী—কাওয়ালী।

দিন গেল হে দীন-শরণ!

মিছে হ'ল আসা যাওয়া, বৃথা এ দেহধারণ!

হিয়া কাঁপে থরহরি,
হেরি ভব কাল বারি;
নিবার হে কালবারি!—এ ভয়, দিয়ে অভয় চরণ!
শুনেছি তোমার নাম,
সর্ব্ব সুখ-শান্তি-ধাম,
সে সাহসে এসেছি হে জানাতে মনোবেদন।
তব অনুগত জন,
পায় তব শ্রীচরণ,
শুধু কি বঞ্চিত হ'বে, অধম এ অকিঞ্চন। ৩।

পূরবী—আড়াঠেকা।

এ ভব-সাগর মাঝে তুমি হে ভব-তারণ!
দীনের দুরিত-হারী, বিপদ-ভয়-বারণ!
সত্যের আধার তুমি,
প্রাণের প্রীতির ভূমি,
করুণা-বরুণাগার, শান্তি-সুখ কারণ!
অভাবে কাতর প্রাণে,
যে চাহে তোমার পানে,
তূর্ণ পূর্ণ-কাম সেই; লভে মহামূল্য-ধন!

এমন দয়াল পানে,
যে জন চাহিতে জানে,
দুঃখ তাপ কোথা তার ? হৃদে শান্তি-নিকেতন।
জয় জয় বিশ্বনাথ !
করি শত প্রণিপাত,
শ্রীচরণে দাও স্থান, লইনু শরণ ।৭।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বুক ভরা দুঃখ লয়ে এসেছি কাছে !
ভয়ে মরি, দুঃখী ব'লে, না দেখ পাছে !
কত দুঃখ পেয়েছি গো,
কত জ্বালা স'য়েছি গো,
দেখিবে কি বুকে মোর, কি ব্যথা বাজে !
কেহ নাই আপনার,
স্থান নাই জুড়াবার,
তাই গো চরণে স্থান, এ দীন যাচে।

তুমিও কি সুধাবে না?
আঁখি-জল মুছাবে না?
তবে কার কাছে যাব, কে আর আছে? ৮।

ইমন্—কাওয়ালী।

জয় জগদীশ জগ-বন্দন!
পাপ, তাপ, ব্যাধি মোচন—ভব খণ্ডন!
অনাদি অখিল কারণ,
সকল জীব-জীবন,
বিধি-ভব-জনন, নিখিল-ভয়-বারণ!
দেব দেব দয়াঘন,
পতিতজন পাবন,
ভকত মনোমোহন, যোগীজন-রঞ্জন! ৯।

মুলতান—একতালা।

নয়নের নয়ন তুমি শ্রবণের শ্রবণ,
জীবনের জীবন ধন, প্রাণ-রমণ!

অচিন্ত্য, অশেষ, অরূপ, অব্যয়,
ভূর্ভুবঃ তপঃ সর্ব্বলোকময়,
সর্ব্বাশ্রয়, ভূমা, কারণ-কারণ!
তুমি প্রণব, পাতা, জনয়িতা,
জ্ঞানদ, জ্ঞানময়, বিশ্ব-বিধাতা,
গুণাতীত, গুণময়, সত্য সনাতন!
আনন্দ-চিদ্‌ঘন স্বরূপ তোমার,
শ্রেষ্ঠ পরমেশ শ্রেষ্ঠ সবার,
অপাপ-বিদ্ধ, শুচি-সম্পদ-শোভন!
শান্তি বিতর সবে, শান্তি-নিকেতন! ১০।

ঝিঁঝিট—একতালা।

দেব দেব দয়াময়, দুঃখ বিমোচন!
পাপবারী, তাপহারী, হে সুখ-সদন!
তুমি সর্ব্ব চক্ষুঃময়,
নিখিল-ভয়ের ভয়,
জ্ঞানদাতা, জ্ঞানময়, ভুবন-পাবন।

তোমারি কৃপায় সবে,
বাঁচিয়া র'য়েছি ভবে,
তব সম হিতকারী কে আছে এমন!
যা' কিছু যখন চাই,
কিছুরই অভাব নাই,
সকলই তোমারই কৃপা, তুমিই কারণ!
তোমার চরণ কভু,
যেন ভুলি না হে প্রভু!
যা' করি, তোমারে যেন থাকে হে স্মরণ।
তব পদে ভক্তি নতি,
দেহ সবে সুমতি,
হর হর কুমতি, হে দীন-শরণ! ১১।

ভৈরবী—আড়া।

যা' কিছু আপন বলি' ছিল হে আমার!
অকপটে দিনু সঁপি' চরণে তোমার।
চেয়েছিনু ভালবাসা,
ক'রেছিনু সুখ আশা,
এ বিশ্বে দেখিনু প্রভু! কেহ নহে কার!

স্নেহ প্রেম, কোথা হেথা?
শুধুই মুখের কথা,
শুধু নিজ সুখ তৃপ্তি বাসনা সবার।
একমাত্র তব পদ,
শুভ, সুখ-শান্তিপ্রদ,
তোমা হীন হ'য়ে, শুধু যাতনা অপার।
তোমারে সঁপিনু প্রাণ,
রাখ', মার' যে বিধান,
তুমি ত মঙ্গলময়, জেনেছি এবার!
দেবে দুঃখ ক্ষতি নাই,
শুধু নাথ! এই চাই,
ও চরণে ভক্তি যেন থাকে অনিবার! ১২!

আলেয়া—খয়রা।

খোল্‌রে প্রাণ, মানস নয়ন,
দেখ্‌রে অতুল চরণ!
কত সুধা ক্ষরে, পীযুষ নিঝরে,
পিওরে অধীর-কাতর মন!

হৃদয় কমল পরে, অমল কমল পদ—
রাখিয়ে যতনে, প্রীতির নয়নে,
দেখরে মানস-মোহন !
কতবা করুণা, কত স্নেহ, প্রেম,
ফুটাইছে ও চরণ !—
ও প্রেম প্রকাশে, রবি শশী হাসে,
কুসুম বিকাশে, পুলকে ভাসে
ত্রিভুবন ! ১৩ ।

সুরট-মোল্লার—একতালা ।

কর কিবা ভয়, গাও বিভু জয়,
জয়োল্লাসে পূর্ণ কর ভূমণ্ডল ।
তিনি সকলেরি, সকলি তাঁহারি,
ভবের কাণ্ডারী জুড়াবার স্থল !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই আলয়,
তাঁহারি আলয় মোদের আশ্রয় ;
আশ্রিত জনের আছে কিবা ভয়,
অভয় চরণ করিলে শরণ ।

চিন্ময়-ঘন করুণা-নিধান,
যে বিধি জীবেরে করেন বিধান,
বরিষে সতত শুভ সুকল্যাণ,
আবিল চিত্ত হয় সুনির্ম্মল। ১৪।

আলেয়া—একতালা।

হৃদয়ে এস, হৃদয়-নাথ!
প্রেম-পরশ-রতন!
ও পরশ-রসে, অয়স প্রাণ,
লভুক কনক বরণ!
আকুল ব্যাকুল, অধীর পরাণ,
রাখিতে হৃদয়ে হৃদয়ে,—
কবে বা সে দিন, হবে হে আমার,
জুড়াবে তাপিত জীবন!
যদিও অধম, অসৎ আমি হে,
তুমিত সুবোধ সুজন!
ব্যথিত চিত্ত কি, জুড়াতে পারে না,
থাকিতে অভয় চরণ! ১৫।

কাফি-মিশ্র—একতালা।

কত ভালবাস এ দীন জনে!
ভাবিলে উথলে মন, বারি বহে নয়নে!
সুদীন অনাথ আমি,
তুমি ত্রিভুবন-স্বামী,
কেন অপরশ জনে, এত স্নেহ কি কারণে?
অযোগ্য যে জন অতি,
শুধু বিষয়েতে মতি,
তবু ভালবাসি তারে, স্থান দে'ছ শ্রীচরণে! ১৬।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

অনন্ত চরাচর—বিশ্ব আধার—
কাঁপিছে তব মহিমা অপার!
যে দিকে ফিরাই আমি আঁখি,
তব প্রেমময় মুখ সে দিকে দেখি,
অবাক হইয়ে আমি চেয়ে থাকি,
ঝরে আঁখি, ঝুর জল জোর।

অনিমিখে দেখি তব ঊষা-হাসি,
কল কল কাকলী বাজে বাঁশী,
কুল, শীল, লাজ, ভয় সকলি নাশি',
আত্মদান করে প্রাণ পদে তোমার! ১৭।

টোরী-ভৈরবী—আড়া।

কে সুন্দর! রূপ নাকি নাহিক তোমার?
শুনি হে, অরূপ তুমি, নিরুপাধি নিরাকার!
হে শোভন সুন্দর!
মোহন মূরতিধর!
তুমিত অরূপ, বিশ্বে এ রূপ কাহার?
দেখেছি ভূধর শিরে,
নিঝর-প্রপাত নীরে,
উপলে যে চারুছবি, সে যে রূপ, সে কি তার?
সাগরের বেলা চুমি',
আর ঊর্মী চুমি' চুমি',
অনন্তে মিশিছে সিন্ধু, সে শোভা কাহার?

দামিনী নীরদ কোলে,
পাদপে প্রসূন দোলে,
বিচিত্র বিহগ কুল, সে রূপ কাহার?
তপনের তীব্র ভাতি,
শশীর বিমল কাঁতি,
উষার মুকুট জ্যোতিঃ, কার রূপে উজিয়ার?
দয়ালের দয়া ধর্ম্ম,
প্রণয়ীর হৃদি মর্ম্ম,
জ্ঞানীর জ্ঞানের প্রভা, প্রভায় কাহার?
তুমি হে অরূপ যত,
চিনেছি, লুকাবে কত?
অরূপ,—তাই কি রূপে ছে'য়েছ সংসার? ১৮

মিশ্র—একতালা।

আর কি ভয়ের ভয় রেখেছি!
সে যে ভয়ের ভয়, জীবের অভয়,
জেনে বুকে বল বেঁধেছি!
আঁধার ক'রে, স্বরূপ আধার,
ঘেরেছিল, কাটিয়ে দিছি,—

সেই সন্ধ-তমেঃ, অন্ধপুরে,
বন্ধ ক'রে রেখে দি'ছি।
আপনার হ'তে, আপন যে জন,
সন্ধান পেয়ে, তায় ধ'রেছি।
তারে আপন জেনে, আপন ব'লে
চরণ তলে প্রাণ স'পেছি।
সবার বচন, কিসের শমন?
ভারি ভুরি বুঝে নি'ছি;
বকেয়া তশীল, উশুল দিয়ে,
অধিকার তার লোপ ক'রেছি। ১৯।

টৌরী-ভৈরবী—যৎ।

আর আমার ভাবনা কিসের, যার ভাবনা—
তারে দিছি।
হাতের কাজ সাঙ্গ ক'রে, নির্ভাবনায় ব'সে আছি।
হ'য়ে যাক্ যা হবার,
ফিরে চেয়ে দে'খব না আর,
মিছে ব্যাপার ল'য়ে কেন, মিছে কথায় মরি বাঁচি।

গিয়েছিনু খুঁজতে দূরে,
চেয়ে দেখি আপন পুরে,
ভূতের ব্যাগার খাট্‌লাম শুধু, থেকে এত কাছাকাছি।
ফেরে সাথে ছায়ার মত,
করে স্নেহ যত্ন কত,
আদর মাখা প্রাণ খানি তার, ভাব দেখে ভুলে গিছি ।২০



শিখরিণী ।



তৃতীয় স্তর ।

উজ্জ্বল-রস—বিপ্রলম্ভ ও সম্মিলন ।



শ্রীগুরুদেবঃ ।

মনোহরসাহী ।

জয়শ্রী রাস-বল্লভ রসিক-শেখর !
জনমে জনমে সখা তোমারি কিঙ্কর ।
ধন্য কৃপা, ধন্য প্রভু চরণ প্রভাব,
বিজাতী' পাইল ক্ষণে স্বজাতি-স্বভাব !
পঙ্গু লঙ্ঘয়ে গিরি, মূক শাস্ত্র আলাপয়,—
তোমারি কৃপায় শুনি ; না ছিল প্রত্যয় ।
এবে সে অধমে দিয়া বুঝিনু প্রমাণ,
সকলি সম্ভবে ; তব কৃপা বলবান ।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বাঞ্ছা সব কৈলে চুর,
এমতি তোমার প্রভু ! করুণা প্রচুর ।

বুঝাইলে গোরারস—রাধাপ্রেম তত্ত্ব,
অকামী-রমণ সহ বিলাস মহত্ত্ব।
মহাভাবিনীর ভাব সুধা-সিন্ধু সীমা,
পিয়াইলে হীন জনে, কি কব মহিমা!
তব পাদপদ্ম রেণু সেব্য সাধন,
চরণে মধুপ করি রাখ অনুক্ষণ! ২।

পূর্ব্বরাগ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে

কি অপরূপ রূপ, হেরিনু সুরধুনী কূলে!
নয়ন ফিরাতে নারি বিকাইনু বিনা মূলে।
কি দিয়ে গ'ড়েছে বিধি গৌর সুন্দরে!—
অতুল, অনুপ রূপ, মুনি-জন-মন ভুলে! ধ্রু।
কষিত কনক কাঁন্তি,
শত শশধর ভাঁতি,
উজলিত মুখ জ্যোতিঃ, সুধা উছলে!

কথা কয় হাসি হাসি,
যেন মোহনীয়া বাঁশী,
পাগল করিল সবে, মধুর বোলে!
চাঁচর চিকুরে চূড়া,
মল্লিকা মালিকা বেড়া,
মালতীর মালা গলে মৃদুল দোলে!
চন্দনে চর্চ্চিত কায়,
হীরকে খচিত ভায়—
কনক মন্দর, ভূষি' বিবিধ ফুলে।
বিনোদ ছন্দঃ গতি,
মন্থর মধুর অতি,
চরণে নূপুর রাজে, মৃদু কাকলে!
যে দেখে লুঠয়ে পায়,
যেথা যায় সাথে ধায়,
কুল, শীল, লাজ, মান ভাসায়ে অকূলে।
ও চরণ হৃদে ধরি,
ইহ পরকাল হরি,
এই সাধ, এ সাধ কি যাবে বিফলে!
সখায় কি লইবে না আপন ব'লে? ২।

অরুণ নয়ন, মলিন বয়ন,
বহত দীঘল শ্বাস।
অতি ভীত চিত, চমকে সতত,
না বুঝি কিসের ত্রাস!
সুরধুনী কূলে, বকুলের মূলে,
কি জানি দেখেছে কারে।
থির নহে মন, সদা উচাটন,
দেখিবারে ধায় তারে!
কখন বিবিধ, কুসুম ভূষণে,
সাজয়ে আপন কায়।
কভু বা ধূলী,— ধূসর অঙ্গ,
বিবশা বালিকা প্রায়!
আন ছলা করি, বলে, হরি! হরি!
কি বুকে বিষম ব্যথা!
নিঝরে নয়নে, রহে আনমনে,
না পায় শুনিতে কথা!
গোরাচাঁদ মোর, গুণের সাগর,
নাগরীর ভাবে ভোর!
এ রস গরিমা, এ ভাব মহিমা,
সখী না পাওল ওর! ৩।

কি নাম বলিলি বল্ জুড়াল শ্রবণ!
(শুনি) আবেশে অবশ তনু ঝরে দু'নয়ন।
যেন কত সুধা ঢেলে,
পূতঃ প্রেম মন্ত্র বলে,
স্বর্গের সুষমা দিয়ে, ক'রেছে গঠন!
শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম,
আনন্দ অমৃত ধাম,
যত বলি, তত সুখে ভ'রে উঠে মন।
বল্ বল্ শুনি পুনঃ,
নামে কিবা আছে গুণ,
খুলে দেয় প্রাণ মাঝে সুধা প্রস্রবণ!
উজলিয়া কোন্ ধাম,
আছিল রে হেন নাম,
সুখস্পর্শ, প্রাণারাম, অমূল রতন!
যার—নামে এত সুধা করে,
পলকে ত্রিতাপ হরে,
না জানি স্বজনি! হায় সে জন কেমন! ৪

এ সখি ! এক বাত কহি তোয় !
কালীয়-দমন যেই, চূড়ে পাখ দেই,
বেরি বেরি কাহে পেখত মোয় ?
বংশী ফুকারত, মিঠি মিঠি হাসত,
জাগত রিঝ মাঝ অবহি।
চলয়িতে চরণ, খলতই পুনঃ পুনঃ
ঝাট আয়লু চলি তবহি।
সো রূপ লাবনী, চূড়াক টাননী,
হেরি হেরি মন ভোর ;
অতনু শর কিয়ে, হানল মঝু হিয়ে,
লখয়িতে ভ্রু ধনু যোর !
বারিদ বরণ তনু, মেহে বিজুরী জনু,
পিন্ধন পীত বসন।
খঞ্জন-গঞ্জন, চঞ্চল লোচন,
বাউরী করল মঝু মন !
কম্বু-গ্রীম তলে, বন-হার দোলে,
নাসায় শোহে গজমতি !
প্রবাল রুচি সম, অধর সুরঙ্গিম,
বাহু মৃণাল, গজ-গতি !

নিন্দি চম্পক কলী, সবহুঁ করাঙ্গুলি,
পেলব, পরশ-মেদুর!
হাসি' হাসি' চাহত, জগত জুড়ায়ত,
হোয়ত কুল, শীল চূর!
তছু কিয়ে নাম ধাম, নাহি জানত হাম,
এ সখি! কহবি হামায়!
সখী কহত হাসি', জানি কাহে গোপসি,
সোই—যশোদা-তুলাল শ্যাম রায়! ৫।

এ সখি! করহ উপায়।
কৈছনে দরশন, পাওয়ব হাম পুনঃ
নিমিখ যুগ জনু ভায়।
সখী কহত ধনি! কাহে ভই মুগধিনী
দেখলি লম্পট যোই।
অথচ বাঁধত চিত, লভহ সম্বিত,
কিয়ে কহ কুলনারী ভই!
রাই কহত ফেরি, শুন শুন সহচরি!
ধরম, করম, কুল, শীল,—

দিহু জলাঞ্জলী, দেহ বনমালী,
নাহি সহে ধৈরয তিল।
অব কহি মরনক বাত।
ইহ তনু মন, কৈলু সমর্পণ,
পহিলহি দরশন সাথ!
যব মুঝে মিলায়বি, প্রাণদান দেয়বি,
নতু ভিন উপায় বিধান।
আনহ আগ জ্বালি, ইহ তনু ঢালি',
অবহুঁ জুড়ায়ব প্রাণ!
সখা কহত বালা! কথি লাগি উতলা,
অবহুঁ মিলায়ব কান।
যৈছে তুয়া মন, তৈছে অনুক্ষণ,
হোয়ত কানুক পরাণ! ৬।

সমুঝয়ি তুয়া মন,
পীরিতির খনি, রমণীর মণি,
কৈলু সমর্পণ।
জানি তু সুজন, পুরুষ রতন,
এ ধনী সঁপল চিত।

হঠ না করবি, দুঃখ না দেয়বি,
বুঝয়ি পীরিতি রীত।
যতন করবি, কটু না ভাখবি,
আরতি করবি অতি।
বড় সোহাগিনী, অলপে মানিনী—
কোমলা বালিকা মতি।
প্রাণের অধিক, মো সবার প্রিয়,
সার সরবস ধন!
দোষ ঢাকবি, গুণ দেখবি,
ভাবিয়া আপন জন।
মুগধা বালিকা, কুসুম কলিকা,
ভাল মন্দ নাহি বুঝে,
বোলবি, শুনবি, বাত মানবি,
করবি মরম বুঝে!
দেহ গেহ সব, তুহুঁ সে মাধব,
হৃদয়-রাজ তুহুঁ!
পিয় পিয়া মেলি, নিতি হাসি খেলি,
পীরিতি দেখব দুহুঁ। ৭।

অভিসার।

বরজ নীরব, শুতল সব
আঁধার অতি রাতিয়া।
আলীক সঙ্গে, শ্যাম প্রসঙ্গে,
বাই রহত মাতিয়া।
যমুনা পুলিনে, কেলী-বিপিনে,
সহসা ফুরয়ে বাঁশরী।
শুনি চমকি, উঠয়ি ঝনকি,
নিকষয়ি গেহ নাগরী।—
কুঞ্জর গতি, চলল সতী,
বিদগধ-রাজ-মোহিনী।
ধনীক সঙ্গে, সাজল রঙ্গে,
যতহুঁ রস ভামিনী।
নীলিম বসন, রতন ভূষণ,
পহিরহি ব্রজ-বালিকা।
গীমক তলে, মৃদুল দোলে,
সুরভি কুসুম মালিকা।
বেণী দোলত, ঠমকি চলত,
মঞ্জীর বর রঙ্গিয়া।

আকুল হৃদি, চঞ্চল মতি,
হেরয়িতে প্রাণ বঁধুয়া।"
উতরল যবে, যমুনা তীরে;
কুঞ্জ-ভবন যঁহি।
রাস-রসিক, চতুর নায়ক,
বেণু ফুরত তঁহি।
রাজ কুঙারী, বরজ দুলারী,
হেরি দূরহি নাথ।
ঝনকি চলত, নূপুর বাজত,
হরষে পুলক গাত। ৮।

মিলন।

মঞ্জীর কলে, রুণু ঝুনু বোলে,
চকিতে চমকি উঠি—
আগুসরি হরি, হেরয়ি প্যারী,
চাহত এক দিঠি!
কর লেই করে, আরতি ভরে,
বৈঠাওল পাশে।
পুছক বাত, বেরি পুঁছত,
মধুর করুণ ভাষে।

পীত-বয়ান, পিঁধন বসনে,
ছয়ম ঘয়ম বারে ।
পেখি মুখ, উথলে বুক,
তীগল আঁখি লোরে !
'চিত-শোহিনি ! মনোমোহিনি !'
কহত বনোয়ারী ।
'তুঁহি ধেয়ান, তুঁহি জেয়ান,
জীবাতু হামারি ।
আঁখ আঁধার, জীবন ভার,
বিহন তুয়া সঙ্গ ।'
সখা কহ রহ, পিয় পিয়া সহ,
মিলই অঙ্গে অঙ্গ । ৯ ।

গান ।

সুরট-মোল্লার—একতালা ।

গগন ছাইল নিবিড় ঘনে,
ভীম পবন বহিছে সঘনে,
কুলবতী মোরা কূলে দাঁড়াইয়ে
কাঁদিব কতেক আর !

নিবিয়া আসিছে তপন ভাতি,
আঁধার করিয়ে আসিছে রাতি,
আকুল অধীর হৃদয় অতি,
কেমনে হইব পার ?

গোকুল-বাসিনী মোরা আহিরিণী,
দধি দুধ ল'য়ে করি বিকিকিনি,
বার হ'য়েছিনু কি ক্ষণে না জানি,
এ ফল ফলিল তার !

তরী খানি ল'য়ে এস হে নিকটে,
রাখ কথা, আজ তার হে শঙ্কটে,
যে দান চাহিবে দিব অকপটে,
ক'রো না সংশয় তার।

ঐ দেখ পুনঃ গরজে ঘন,
দামিনী ঝলকে পুলকে যেন,
তরাসে হিয়া কাঁপে ঘন ঘন,
ডাকিব কাহারে আর !

অচেনা এ পথ নাহিক আশ্রয়,
ঘোর বিপদ জীবন সংশয়,

যাইব কোথায়, ডাকি বা কাহায়,
শরণ লইব কার!

খুঁজে এনু কুলে সকল ঠাঁই,
এই খানি বই আর তরী নাই,
লহ হে ত্বরিতে সঁপিনু সবাই,
ও পদে জীবন ভার! ১

হাসি হাসি শ্যাম কহেন সুন্দরি!
আসিছে তুফান রুদ্র রূপ ধরি,
জীর্ণ তরী লয়ে কেমনে হে তরি,
কেন ডাক বার বার!

একে গুরু ভার আভরণ ভরে,
দুগ্ধ দধি ভার আছে তার পরে,
এত ভার বল কে বহিতে পারে,
এত বা সাহস কার?

ভার আভরণ ফেল দধিডালা,
সহজে সরলে এস সঙ্গে বালা!

ব'স হে নির্ভয়ে, হ'ওনা উতলা,
　　এখনি ক'রে দি' পার।

শুনি, 'তরী' পরে, গোপিকা মণ্ডলী,
আসিয়ে বসিল আনন্দে উথলি',
একে একে সব আভরণ খুলি,
　　দিল ফেলি জলে সকল সম্ভার।

বলে, শুন শুন নবীন কাণ্ডারি!
পালিনু সকল আদেশ তোমারি,
বিকে নাই যেই ক্ষীর, সর, ননী—
　　খাও দেখি আঁখি জুড়াক সবার! ১১।

অভিসারিকা।

যা পর্য্যুৎসুক চিত্তাতি মদেন মদনে নচ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা॥

মনোহরসাহী।

নিভৃত নিকেতনে,　　সঙ্গিনীগণ সনে,
[illegible]
([illegible])

শ্যাম-সোহাগিনী, নব অনুরাগিনী,
শ্যাম-নাম-রসে ভোর!
সবহুঁ সহচর, মেলি শশধর,
গগনমে উদল আসি;
ফুটল ফুল-কুল, চঞ্চরী চঞ্চল,
ঘুঁঘট খুলল কুমু হাসি'।
সঙ্কেত বনমে, বাজত পঞ্চমে,
রাধা নাম লেই বাঁশী।
শ্রবণহি পৈঠল, ধৈরয ভাগল,
সব চিত ভেল উদাসী।
রাইক সযতনে, সাজাওল সখীগণে,
চলল ভেটিতে বর-কান।
ঝারী গাগরী কোই, কুসুমদাম কোই,
লওয়ল কোই পানদান।
অগুরু চন্দন ঘুরি', লওয়ল কটোরা পুরি',
সুভোজ্য লওল থারি ভরি।
পিধনে সুনীল বাস, সখী কণ্ঠে বাহু-পাশ,
মরাল-গমনা বর-গোরী।
পুষ্প-বৃক্ষ যত, দূরহি তারত,
পন্থ ওরত ফুল দলে।

শ্রীমতী তঁহি পরি, চলত ধীয়ি ...,
মঞ্জীর গঞ্জে কল কলে।
অবসই কুঞ্জ গেহ, উতরল সখীসহ,
চঞ্চল চরণে সখে ধায়ি।
কাঁহা মুরলীধর, রসিয়া নাগরবর,
কুঞ্জ ভবনে কোই নাই!
ইতি উতি চায়, চারি দিশি ধায়,
সখীগণ ঢুঁড়ে বুলি বুলি।
ব্যাকুল অন্তরে, বৈঠল কিশোরী,
রোয়ত হাহা সখা! বলি। ১২।

বাসকসজ্জা।

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গ রতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তুর্দ্বারেক্ষণ-পরায়ণা।

রাইক অধীর দেখি, কহত প্রিয় সখী,
ব্যাকুল হওলি ধনি কাহে?
অবশি সো আওব, অব কাঁহা যাওব,
অবহি দেখবি বয় নাহে।
এবে ধনি সবে কহ, কৈছন কুঞ্জ গেহ,
সাজাওব কয়রি যোহন।

রাই কহে যেমতি, নাহক অভিমতি,
ঐছন করহ শোভন !
আনহ মালিকা গাঁথি, আন ফুল নানা জাতি,
কৈরব, কুবলয়, ঝাঁটি।
নব কিশলয় লঞা, তাহে ফুল দল দিয়া,
রচহ শেয পরিপাটী
মৃগমদ চন্দন, কেশর কুমকুম
ভোজ্য, তাম্বূল থরে থরে—
সবহুঁ সম্ভার, সাজাহ চারিধার,
গন্ধদীপ জ্বালহ সত্বরে।
পিয়াক মনোমত, দ্রব্য আছয়ে যত,
রাখ আনি করি সুবিধান।
রাখ ভরি কুম্ভ ঝারি, আদেশহ শুকশারী,
গাহক শ্যাম গুণ গান।
ও কি শব্দ দেখি সখি ! কোথাও কারে না লখি,
অবহুঁ বিলম্ব কি কারণ !
নিথর নীরব সব ! ও বুঝি পাখীর রব ?
কোথা সখা হৃদয়-রতন ! ১৩।

উৎকণ্ঠিতা।

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্ত্যাঃ শুচা ভৃশং॥

কত আশা ক'রে, ব্যাকুল অন্তরে,
আইনু কাননে ধাই।
কে জানিত পিয়া, আমারে বঞ্চিয়া,
রহব আন ঠাঁই!
কুঞ্জ সাজানু, শেষ বিছানু,
গাঁথিনু কুসুম হার।
সুরভি ভাগল, তাম্বূল শুকাল,
দুঃখ হ'ওল সার।
ভেবে ছিনু মনে, মিলি সখা সনে,
কহব মনের কথা।
এত সাধ আশা, প্রাণের পিয়াসা,
সকলি হ'ওল বৃথা!
কি কাজ পরাণে, পরাণ বঁধুয়া
নিদয় ভেল যবে;
পশিব যমুনা, প্রাণের বেদনা,
সবহুঁ ঘুচব তবে। ২৪।

বিপ্রলব্ধা।

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়েনাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধা চ সা স্মৃতা ॥

শশী অস্তে যায়, আঁধার লুকায়,
অবহি উদিবে ভানু।
বিফলে রজনী, যাপিনু স্বজনি!
কোথায় রহল কানু!
কে জানিত পিয়া, কুলিশ-হিয়া,
উপরে নাগর-রাজ।
শঠের কথায়, কেন বা আমায়,
আনিলি বিপিন মাঝ।
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি সবে, অবহি ফিরিবে,
বিফল বেদনা বহি'।
কি দোষ কাহার, করম আমার,
অকারণ দুঃখ সহি।
সজ্জার সকলে, দেগো কেলি-জলে,
কি কাজ রাখিয়ে আর!
গিয়াছে সকলি, সাধ, আশা চলি',
থাকিয়া জীবন-ভার! ১৫।

মান।

খণ্ডিতা।

জনিত্বাপ্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিৎমানতাং ব্রজেৎ।
স্নেহান্মানঃ কচিদ্ভূত্বা প্রণয়স্থ মথাশ্নুতে॥

* * * *

অন্যয়া সহ কান্তস্য দৃষ্টে সম্ভোগ লক্ষণে।
ঈর্ষ্যা কষায়িতাত্মাসৌ খণ্ডিতা খলু কথ্যতে॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

অরুণিত লোচন, শ্বাস বহত ঘন,
বিষাদে মলিন মুখ খানি।
কহে গোরা হায় হায়! এ দুঃখ কহব কায়,
কাহে বিহি বাম নাহি জানি!
তুলি ফুল, মালা গাঁথি, জাগি' গোঙায়নু রাতি,
বিফল হওল সব আশ।
মনের বাসনা যত, সকলি হওল হত,
মোর দুঃখে লোকে পরিহাস!

ভাল করল কালা, অলপে মিটল জ্বালা,
এবে কহ মরমক বাত।—
রিঝ কাটব, তবু নাহি মিলব কভু
নিপট কপট শঠ সাথ।
নিষেধ করবি তারে, পশিতে নিকুঞ্জ দ্বারে,
ঐ আসে নিলাজ কানাই।
ধৃষ্ট লম্পট সনে, কিবা কাজ আলাপনে,
কহ যায় চলি আন ঠাঁই! ১৬।

তবু ভাল মেনে, দেখিনু বিহানে,
পথ ভুলে হেথা নাকি ?
কহ কিবা আশে, কিসের লালসে,
এ পথে তো[illegible] দেখি ?
হাদে হে লম্পট! রসিক তু বট,
(হেরে) সরমে মরিয়ে যাই!
আসিয়ে প্রভাতে, ও মুখ দেখাতে,
লাজ কি তোমার নাই!
সে জন রসিকা, তব প্রাণাধিকা,
বুঝেছি তোমারে হেরে।

তা, ব'লে কি তার, অনুরাগ-ভার,
শিরে বহি' কেহ ফেরে!
মরি কি শোভন, ও বেশ ভূষণ!
ও কি দেখি হিয়া মাঝে!
অতনুর রণে, বিজয় কেতনে,
বুঝি সে আঁকিয়া দেছে!
কারো পরিহাস, কাহারো বিনাশ,
তোমার ক্ষতি বা কি?
যা' হবার হ'য়েছে, সকলি স'হেছে,
আর কি রে'খেছ বাকি?
রাজার ঝিয়ারী, কুলের বহুরী,
আনিয়ে বিপিন মাঝে।
ভাল সে ব্যভার, দেখালে তোমার,
তোমারই এ নীতি সাজে!
বৃথা কেন হেথা, যাও ছিলে যেথা,
না দেখি লম্পট-মুখ।
কুঞ্জের দ্বার, নিষেধ তোমার,
যাও যেথা তব সুখ! ১৭।

কহ কহ এ সখি! কাহে ভেলি বিমুখী,
করুণ-নয়ন মেলি চাহ!
তুহুঁ সব দয়াবতী, পরম উদার-মতি,
নিখিল জগজন মাহ।
আলিসে গোঁয়ানু রাতি, জাগয়ি কাটল ছাতি,
নাহি বুঝি বিহি পরবন্ধ!
তরাসে আইনু ধাই, তবহুঁ সোয়াথ নাই,
বুঝনু ভাগ অতি মন্দ।
নিরপরাধ জনে, ক্ষম সবে দয়াগুণে,
কর যাহে সুবিচার হোয়।
বেরি এক হামে ধনি! দেখাও সো মানিনী,
জিউ দান দেহ সবে মোয়! ১৮।

কাহে কহ সুবোধিনী রাধে!
চম্পক লোচন-লোর তুঁহু, পাওলি কোন্ অপরাধে!
শারদ-চাঁদ-মুখ-মণ্ডল,
কাহে বিষাদ মেহে ঝাঁপল,
থোর বচন লাগি কাহে এতেক বাধে!

ভাল জানত মোয়,
দাস তুহারি হোয়,
শরণাগতে নিঠুরাই, কহ কোন সাধে! ১৯

তু বড় ঢেট্ মাধব! মিছ কহসি কাহে?
কাহে আওয়লি, তাঁহা যাহ চলি,
তুয়া মন বাঁধা যাহে।
যো নব নাগরী, রসের আগরী,
বিহি সে মিলাল তোহে।
তছু অনুরাগ, লাগরি বয়ানে,
দেখায়লি ভাল মোহে।
সুজন যে জন, অলপে চিহ্নয়,
বুঝয়ু সো সব রীত।
কপট ব্যাধের, ফুৎকে আচার,
ভাল সে বুঝল চিত।
ভাল করলি, মুরুখী তেজলি,
ঘুচল তুহারি দুখ।
সুন্দরী লঞা, তুহুঁ সুখী হঞা,
তবো [illegible] মোর সুখ।

অধিক বচন্, কহসি কাহে,
কোন্ সমুঝাবি মোহে ?
বচন ছোড়লি, তুহুঁ যাহ চলি,
দুঃখ পাওবি কাহে ! ২০।

শুন শুন হে বর-রামা !
বহুত মিনতি করু, তুয়া চরণ ধরু,
তবহি রহলি কাহে বামা ?
এতহুঁ কঠিন চিত, নহ তুয়া সমুচিত,
ক্ষম মোহে, দেহ মান দান।
অনুগত দাস তাজি', রহবি মান ভজি,'
ইহ কোন্ ধরম বিধান !
কাহে দুঃখ দেয়সি, রিঝে বাজ হানসি,
কাহে করু ইহ নিঠুরাই !
চরণ-নখর পাশে, তিল ঠাম দেহ দাসে,
তুয়া ছোড়ি' কাঁহা হাম যাই !
ত্যজলি তুহুঁ যব, অব দেহ ছোড়ব,
চলু হাম কুণ্ডক ঠাম।
যাঁহি [illegible], আয়ুহিক জীবন,
সুখী [illegible] তুহু নিজ ধাম। ২১।

ছিছি মানিনি! মুগধিনি! এতহুঁ অবোধিনী,
বুঝিলিনা আপন হিত!
পরম দুলহ গুণে, ঠেললি ও চরণে,
এমতি কঠিন তুয়া চিত।
শ্যাম সুরস-খনি, শ্যাম নয়ন মণি,
শ্যাম তুয়া সরবস-ধন।
সো শ্যামে ত্যজয়ি ধনি! ইহ দিন যামিনী,
কৈছনে গোঁয়াবি জীবন?
রসিয়া নাগর-বর, লুঠল চরণ' পর,
চাহ নাহে মোদের শপথি।
পরাণ বঁধুয়া বলি', লেহ হিয়া' পর তুলি',
দ্বারে সখা প্রেমক-অতিথি। ২২।

শ্যাম——শোগত চলত, আঁখ মুছত, হেরত ফিরি ফিরি।
ভাবে——হেন নিঠুরাই, করব কি রাই, অবশ ডাকব ফেরি।
তবু——কুহকী আশা, প্রেম পিয়াসা, কিছু আশোয়াস দেল।
হিয় ফাটত, নয়ন ঝরত, তবহুঁ দয়া না ভেল।
কাঁদি——কহত কুঞ্জালি, তরু শুক শারী, সবহুঁ কুঞ্জবাসি!
চিরদিন লাগি, এ তনু ত্যাগি, সেহ বিদায় হাসি।

রাই——যবহুঁ ত্যজল, নাহি ভাষল, ভেল দারুণ বাম ।

এ ছার পরাণ, অবহুঁ তেজব জপয়ি শ্রীরাধানাম !

মোর——মানিনী ধনী, রহল কুঞ্জে, উপেখি হামায় ।

দেখবি সবে, প্রাণাধিকা যাহে, নাহি দুঃখ পায় !

বিরহ তাপে যব, সুখ-সর শুকায়ব,

কি করব সর-সোহাগিনী !

সোই ভাবি অন্তর, হোয়ত জর জর,

কৈছে জীয়ব কমলিনী ! ২৩ ।

কলহান্তরিতা ।

নিরস্তোমন্যুনাকান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ ।
সানুতাপ-যুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

অবনত মাথে বসি গোরা দ্বিজমণি !
অঝোরে ঝরত আঁখি, জনু নিঝরিণী !
বিষাদে বিহ্বল চিত আকুল পরাণি ;
বলে, কেন গালটি না হেরনু কান !

কেন না হওল মোর সে হেন দুর্ম্মতি?
মিছা মান লাগি হারায়নু প্রাণপতি!
এবে তুমি কিবা করু, নিকষে জীবন।
এক বেরি আনি দেখা মোর শ্যামধন! ২৪

এখন কি করি মা!—বল গো আমায়!
বড় জ্বালা প্রাণে, যায়—প্রাণ যায়!
মিছে মানের লাগি কেন,
বল্ কোন প্রাণে হেন,
প্রাণাধিক শ্যামধনে দিলাম বিদায়!
সেই কাঁদা বদন তায়,
হৃদে জাগে অনিবার,
চ'লে গেল, তবু আমি ফিরালাম না তায়!
তোরা ত মা কাছে ছিলি
কেন্ আমায় বুঝাইলি,
ছি ছি! অনাদরে কত দুঃখ দিয়াছি তাহায়!
সাধিল চরণে ধ'রে,
লুটাল শিখী-পাখে,
চাহি নাই কঠিন হিয়ায়!

কোথা গেল গুণধাম,
একবার দেখা শ্যাম,
মরি প্রাণে, অদর্শনে, বাঁচা গো আমায়! ২৫।

শ্যাম কই!—আমার শ্যাম কই! প্রাণ সই!
সহেনা সহেনা, বাঁচিনা, বাঁচিনা, শ্যাম বই।

বুকে রেখে যারে সোয়াথ না পাই,
সদা মনে হয় হারাই হারাই,
আঁখি আড় হ'তে কভু দিই নাই,—
পলক ফেলিতে পাছে হারা হই!

তত ভালবাসা, আদর আরতি,
শ্যাম বিনে কেবা জানে প্রেম-রীতি,
মিছে মানে হারা হনু গুণনিধি,
ছি ছি! করমের কথা কারে বল কই!

ওগো! শ্যাম বিনে সব দেখিনু আঁধার,
সকলি অসার জগৎ সংসার,
সে যে মোর প্রাণ—জীবন-আধার,
ওগো প্রাণ-হারা হ'য়ে কিসে বেঁচে রই! ২৬।

রাইক দশা হেরি, প্রবোধয়ি বেরি বেরি,
তুরিতে চলল দূতী।
আকুল অন্তরে, বন বনান্তরে,
ঢূঁড়ল সব আতি পাতি।
দেখল গিরি সানু, তাঁহা নাহি কানু,
ধাওল কুণ্ডক ঠাম।
চারি পাখ বেঢ়ি, পেখল ফেরি ফেরি,
তবহি না মিলিল শ্যাম!
নিকুঞ্জ নিধুবন, কেলী-নিকেতন,
সবহুঁ খুঁজল যাই।
দেখল বংশীবট, শ্যাম কুণ্ডতট,
শ্যামনাগর কাঁহো নাই!
দূতী ভীত চিত, প্রমাদ গণত,
"কিয়ে করল নিঠুরাই!
এতহুঁ উপেখা, সহই না পারই,
কেহ ছোড়ল অবগাই?"
পুনহুঁ ভাবত, "সো নহ অবোধ,
চতুর রসিক বর কান,—
অবশই কোই ঠাম, ঝাঁপি রহব শ্যাম,
কথিলাগি ছোড়ব প্রাণ!"

ধাওল ঝটপট, তপন তনয়া তট,
ধীর সমীর ধায়-মাহ।
দূতী হেরল দূরে, নীপ তরু মূলে,
ধরণী লুঠত বর নাহ!
ধূলী-ধূসর কায়, বেণু লুঠত পায়,
নয়নে গলত শত ধার!
গদ্ গদ ভাষত, 'হা হা রাই!' রটত,
শুনি দূতী তবধ আকার! ২৭।

চতুরা সহচরী, চলল ধীরি ধীরি,
ধনীক চরণ ধ্বনি শুনি,
আঁখ মেলি হরি, দূতীক বদন হেরি,
উঠল সুভাগ গণি!
"এ গুরুগামিনি! মঝু দুখ জানি,
আওলি কি তুহু মঝু পাশ?
হেন দশা হব, পুনঃ কি বোলায়ব,
হোয়ব ইহ দুঃখ নাশ?"
সহচরী বোলত, 'কাহে ফুকারত,
রহুত আছুয়ে মঝু কাম।

পিছু না বোলাও, দেও কাজে যাও,
কৈছনে ঠারব হাম।'
নাগর বোলত পুনঃ, "এ সখি! শুন শুন,
কাহে করত নিঠুরাই!
রাই তেয়াগল, তুহু সব তেয়াগলি,
হাম যাওব কোন ঠাঁই!"
গদ্ গদ স্বরে, সহচরী অন্তরে,—
ভীগল করুণ লেহে।
কহতহি "আও সাথ, কহব তুয়া বাত,
করব তব হিত বাহে।
ছোড় লম্পট রীত, শোধ শঠ চিত,
তুয়া লাগি কহব হাম।"
সহচরী বাণী, সবহুঁ মানয়ি,
হরষে চলত বর শ্যাম। ২৮।

মিলন।

শ্যাম সুনাগরে, মিলায়ল আনি,
রস নাগরী যঁহি।

চাহে ছুঁহে দুহুঁ, হাসে লহু লহু,
বাত না বোলত কোহি।
সব সহচরী, দেই করতারী,
হাসত মৃদু মন্দ।
হরষ বরষা, বরষে হরষে,
হেরয়ি শ্যাম চন্দ!
শুক শারিকা, বোলত মধুর,
ফুটল ফুল কুলে।
মধুপ গুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে,
ইতি উতি ধায় বুলে।
কোকিলা গায়ত, ময়ূরী নাচত,
ঝঙ্কার করত পাপিয়া।
পুলক পূরত, সবহুঁ [illegible],
উথলল সব ছাতিয়া! ২৯।

প্রেম-বৈচিত্ত্য।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মুচ্যতে ॥

রসিক সুজন দুহুঁ,　　দুঁহে দুঁহু, মুহুঃ মুহুঃ,
নেহারত বিভোর হিয়ায়।
রসাবেশে হেরি হেরি,　　বাহু পাশে হরি,
বাঁধল বিনোদিনী কায়।
হরি! হরি! কিয়ে ভেল অপরূপ শোভা!
নব নীরদ তনু,　　বিজরী বেড়ল জনু,
পিয়াসী চাতকী মনোলোভা!
বহু ক্ষণ দুহুঁ জন,　　রহল অচেতন,
রস-মদির মুহুঃ পানে।
চকিতে চমকি ধনী,　　ঘোর পরমাদ গণি,
রোই কহে আকুল পরাণে!—
এ সখি!—এ সখি!　কাঁহো না বধুয়া লখি,
কাঁহা গেলা কানু গুণধাম?
কোন দোষে দোষী হাম,　বিহি ভেল মোরে বাম,
হিয়া হ'তে কাড়ি নিল শ্যাম!

কিয়ে করু কাঁহা যাও, কৈছনে কানু পাঁও,
পিয়া লাগি ফাটত বুক!
ভিক মাগি এহ, শ্যামে আনি দেহ,
ঘুচব তব ইহ দুঃখ।
শ্যাম হাসি কহত, কাহে ধনী রোয়ত,
তুয়া ছোড়ি যাওব কথি?
রিঝ মাঝ ইহ, রহতহুঁ অহরহ,
তুঁহু প্রাণ, ধ্যান, জ্ঞান, গতি! ২৯।

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।

বা

প্রবাস।

কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থোভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গম দুঃখার্ত্তা সা স্যাৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা॥

বিরহে ব্যাকুল গোরা বিষাদিত মন।
হাহা কৃষ্ণ! গদ গদ প্রলাপ বচন!
পূরব ভাবেতে পহুঁ হইলা বিভোর;
নয়নে গলয়ে ধারা পতই লোর।

হাহা কাঁহা প্রাণনাথ নব-ঘন-শ্যাম!
কিবা অপরাধ জানি মোরে ভেল বাম।
কে বুঝিবে হিয়া মাঝে কি দারুণ দুঃখ!
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।
নিদয় হইয়া পিয়া গেল পরবাসে।
শ্রীগৌরাঙ্গ ভাব হেরি কাঁদে গোরাদাসে। ৩০।

আমার গোরা কেন কাঁদে?—কেন কিসের লাগি?
ভাব নিধির ভাব আজ একি দেখি!
গোরার কি ভাব অন্তরে হ'লো!
সদা গর গর, হিয়া জর জর,
কাঁদিয়া আকুল ভেল।
বসি আন মনে, কমল নয়নে,
গলয়ে শতেক ধারা!
কারে কি শুধায়, ইতি উতি চায়,
যেমতি পাগল পারা!
কভু ভূমে পড়ি, যায় গড়ি গড়ি,
মুখে ফেন বহি যায়!
কভু থির থাকি, উঠয়ে চমকি,
চিতে না সোয়াথ পায়।

কভু ভাব ঘোরে, আপনা নেহারে,
বসনে ঝাঁপিছে কায়!
করে কর আপি, হিয়া মাঝ ঝাঁপি,
পরাণে পরাণ পায়!
কভু বা নিয়ড়ে, হেরে বা কাহারে,
দু'বাহু পশারি ধায়।
কেন বা এমন, কি ভাবে মগন,
সখা নাহি ভাবি পায়! ৩১।

আর কি দিবে না দেখা শ্যাম গুণমণি!
আর কি সেবিতে পাব চরণ দুখানি।
আর কি বঁধুয়া আসি বসিবে না পাশে?
সুধাবে না মনোব্যথা সুমধুর ভাষে?
মালা গাঁথি দিব গলে, মুখে দিব পান,
সে হাসি দেখিয়ে মোর জুড়াবে পরাণ।
অগুরুর পাখা দিয়ে করিব বীজন,
তার প্রীতি-সুখ লাগি এ মোর জীবন।
ব্রজচাঁদ গেছে চলি, আছে হাহাকার!
বৃথা হ'ল সাধ আশা, মিছা দেহভার! ৩২।

দিবা নিশি দহে প্রাণ ঝরে দু'নয়ন!
কোথা যাই, কিসে পাই, শ্যাম প্রাণধন।
আর কি গোকুল বলি' মনে আছে তাঁর?
কার এত ছিল বল, গেছে এত কার?
নাহি জানি গুণমণি কেমন যে আছে!
কে সেবে মনের মত, থাকি সদা কাছে!
ভাবিতে ভাবিতে মোর ধসিল পাঁজর!
সহেনা যাতনা আর ফাটিছে অন্তর।
কি লাগি হওল সখা নিঠুর এমন?
পাবে নাকি অভাগিনী আর দরশন? ৩৩।

এইত পুলিনে গো—এইত পুলিনে,
প্রাণ-বঁধুয়া মোর বিরাজ করিত।
চরণে চরণ দিয়ে,
অধরে মুরলী ল'য়ে,
বামে চূড়া হেলাইয়ে, বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইত।
রাধা রাধা রাধা রবে,
বাজিত বাঁশরী যবে,
গোকুল আকুলি' প্রেম লহরী খেলিত;—

যত বিধুরা ব্রজের বালা,
জুড়াতে মরম জ্বালা,
সরম ভরম ভুলি' ছুটিযে আসিত।
সুমধুর বেণু তানে,
তৃণ ছাড়ি ধেনুগণে,
অবাক বিভোর প্রাণে, মুখ চাহি' দাঁড়াত।
পবন স্তম্ভিত হ'ত,
যমুনা উজান ব'ত,
পুলক-আবেশ রসে গোকুল ভাসিত!
সে ব্রজের হৃদয় রাজ,
হানিয়ে মরমে বাজ,
ত্যজিয়ে গোকুল আজ, কোথায় রহিল গো-
শুধু দরশন আশে,
আছে প্রাণ হৃদাবাসে,
পুনঃ কি আঁমার শ্যাম হবে গো আমার!
নৈলে—দেগো বিদায় মোরে,
যাইগো জনম তরে,
নারিগো সহিতে প্রাণে এ যাতনা আর! ৩৪

তোরা আয় গো——আমি যাইগো,
যাই, আমার শ্যাম যেথানে।
উহু মরি মরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
সহেনা, সহেনা, যাতনা প্রাণে!

কাল কাল ক'রে কতকাল হ'ল,
পলে পলে মোর আশা যে ফুরাল,
কই ত এল না, মিছে এ ছলনা,
প্রাণত আর প্রবোধ না মানে!

থাক্ তোরা, আমি আপনি যাইয়ে,
কাঁদিয়ে, লুঠায়ে, চরণে ধরিয়ে,
প্রাণের বেদনা সকল কহিয়ে,
বঁধুরে ফিরায়ে আনিব এখানে।

না'দিস্ যাইতে——যাই যমুনায়,
দেখি যদি মোর এ জ্বালা জুড়ায়,
তোরা সবে ফিরে যাগো ব্রজ-পুরে,
আমি ত ফিরে আর যাবনা সেথানে। ৩৫।

প্রতি দিবসে, রহি আশে, আশ,
আসিবে মোর শ্যাম!
কেবা জানে পিয়া, কঠিন হইয়া,
এতেক হওব বাম!
না বুঝি কি আশে, কোন লালসে,
নিকষে না প্রাণ এহ।
যদি গুণমণি, ভুলল অধীনী,
কি কাজে রাখই দেহ!
মনে ভাবি পুনঃ, কাহার পরাণ,
বধি, বধ ভাগী হব!
কি আছে আমার, ইহ প্রাণ তার,
জীবন যৌবন সব।
তবু দহে প্রাণ, সদা আন্‌চান্‌,
আগুণ জ্বলিছে বুকে!
শ্যাম সুনাগর, রহল প্রবাসে,
অভাগী রহে কি সুখে!
পুনঃ কি মাধব, এ ব্রজে আওয়ব,
ঘুচব মনের ব্যথা!
বঁধুয়া ভেটিতে, আকুলিত চিতে,
সথা ধাওয়ল তথা। ৩৬।

কুঞ্জ কানন, যমুনা তীর,
মাধবী বিতান, ধীর সমীর,
সকলি ত আছে যা ছিল যেমন,
যার তরে সখি! এ সুখ সদন,
বলে দাও মোরে কোথায় সে জন?

এত গুণনিধি কার আছে পিয়া,
হারায়েছি তবু ফাটে নাই হিয়া,
ধিক্ ধিক্ বিধি! শীলা শেল দিয়া,
গ'ড়েছে আমার দেহ প্রাণ মন!

এক বিনা ব্রজ হ'য়েছে আঁধার,
নীরস বিরস সব শূন্যাকার,
কোথায় মাধব! মোর প্রাণাধার!
এনে দাও ওগো বাঁচাও জীবন।

মরি দুঃখ নাই, এই খেদ মনে,
দেখাত হ'লো না শ্যাম-বঁধু সনে,
দেখা তবে সেই এ মোর নিদানে,
শ্যাম-রুচি নব তমালের বন!

মোর তরে তোবা দুঃখ পেলি কত,
কি দিব, কি আছে দিবার মত,
দিনু খুলি' মোর আভরণ যত,
পরি' তোরা মোরে করিস্ স্মরণ!

যায় প্রাণ যায়, হ'ল ওষ্ঠাগত,
পিয়াসে মরি মা চিত্ত আকুলিত,
শুনা এইবার শ্যাম সুচরিত,
মরি' যেন পুনঃ পাই শ্রীচরণ! ৩৭।

রাইক দশা হেরি, তুরিতে সহচরী,
ধাওয়ল কামুক উদ্দেশে।
নাশয়িতে অশিব, নাম লেয়ত শিব,
জপতহি মনের আবেশে!
হা-হা গোপীশ্বর! গোপ-শুভঙ্কর!
করহ বিহিত বিধান।
বিয়োগ-বিধুরা-বালা, কতহুঁ সহব জ্বালা,
দেহ বর তছু পিয় দান!
যমুনা উতরিতে, হেরত চারি ভীতে,
সবহুঁ শুভ-সুলক্ষণ।—

যমুনার জল ভরি' কক্ষে কুম্ভ করি,
চলে রামা সহাস আনন।
আর এক গোপবালা, লই মাথে দধি ডালা,
হেলি দুলি আগু চলি যায়।
হেরে অদূরে পথে, ধেনুগণ বৎস সাথে,
সবে গোঠ পানে দ্রুত ধায়।
দেখল দ্বিজবরে, পুঁথি শোভয়ে করে,
বাম বাহু নাচে আচম্বিতে।
সবহুঁ সুলক্ষণ, শুভ নিদর্শন,—
হরষে গণত দূতী চিতে।
উতরল মধুপুর, পুঁছত পন্থক দূর,
যাঁহা রহত শ্যামরায়!
এক রামা আগু আসি, কহত হাসি হাসি,
তোরণ পন্থ ইহ ভায়! ৩৮।



দূতী ত্বরিত পদে, ধাওল তোরণ পথে,
হেরে দ্বারে বহুত প্রহরী।
বিষাদে মলিন মুখ, দ্বিগুণ বাড়ল দুঃখ,
কৈছনে ভেটব হরি!

ঐছন সপ্তম দ্বার, কৈছনে উতরব,
কৈছে মিলব বঁধু পাশে।
অন্তর থর থর, লোচন ঝর ঝর,
ভাবিতে ভেল নৈরাশে!
পুনহি রাইক মুখ, জাগল অন্তরে,
তৈখনে বাঁধল হিয়া।
অবশই মাধবে, মিলায়ব তা সনে,
অবশই ভেটব পিয়া!
কৃতাঞ্জলি-পুটে, বিনয় করুণ দিঠে,
কহতই শুন বাপ দ্বারি!
কৃপা করি কহ, কৈছনে রাজ সনে,
মিলব হাম হীনা নারী!
দ্বারী কহে কোন্ তুঁহু, কিবা তুয়া আশয়!
শুনয়িতে উপজয় হাস।
এতহুঁ সাহস ভারী, ভই কাঙালিনী নারী,
যাওয়বি রাজ-সকাশ? ৩৯।

শুনি দূতীক মরম ব্যথা,
দ্বারী বুঝল সবহুঁ কথা।

পুঁছই আমি, সহচরী লই'—
উতরল যাহা মাধব হই।
কানুক হেরয়ি সুদিন মানি'—
প্রণমি, রহল যোড়ি পাণি।
আনন্দে পুলক সকল গাত,
লোচন ছল ছল, অবনত মাথ!
সখা কহ অন্তঃ দুঃখক নিশি,
উয়ল সুখ-ভানু, হাসল দিশি! ৪১।

(ঝাঁপতাল।)

শুন শুন রাধা-মনোমোহন!
বেঁধেছ কি হিয়ে, শীলা শেল দিয়ে,
বধিতে গোপীর জীবন! ধ্রু।
(ছোট দশকুশী!)
পাতি নানা ছলা কলা, মজায়ে গোকুল-বালা,
সাধু হ'য়ে এলে আর ঠাঁই!
ও মোহনীয়া রূপ রাশি, রমণী বধের ফাঁশি,
জানিলে হে দেখিত কে চাই!

এতত' পাষাণ তুমি, গিয়া যদি ব্রজ-ভূমি,
দেখ বঁধু আপন নয়ানে—
দেখিলে রাধার মুখ, ফাটিবে তোমার বুক,
বড় ব্যথা বাজিবে কে প্রাণে!

(একতালা।)

[এস হে, এস এস, ও কাঙ্গালিনি-নাথ!
যদি নাহি কথা কও, রাই ব'লে না সুধাও,
শুধু চোকের দেখা দেখে যাও! —
এক বার রাধার দশা দেখে যাও!—
ও ব্রজ-জীবন নাথ!]

(ঝাঁপতাল।)

আলুলিত কেশ বাস, সঘনে বহে শ্বাস,
হা হা রবে লুঠিতে ধরায়!
শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম রবে, ধ্বনিয়া পুলিন বন,
—বিয়োগিনী কাঁদে উভরায়!
ক্ষণহুঁ বিচেতন, ক্ষণেক বা চেতন,
থির রহে ক্ষণে—ক্ষণে দ্রুত ধায়!
নবীন নীরদ হেরি', ঘন বলে হরি! হরি!
বাহু তুলি' হৃদে ল'তে চায়!

(খয়রা।)

যমুনা নেহারি', ভরমে তুহাঁরি,
ছুটিয়া মিলিতে চায়,—
না মানে বারণ, সদা উচাটন,
যেন পাগলিনী প্রায়!

(ছোট দশকুশী।)

দেখে এনু নাগরী, কমল-শেযোপরি,
চন্দন লেপিছে সখী গায়।
তবু নাহি নিবারণ, দেহে তাপ অনুক্ষণ,
পলকে চন্দন শুকি' যায়!

(খয়রা।)

নিঠুর মাধব! কি আর কহিব,
রাধার মরম ব্যথা!
দেখি মনে লয়, এবার নিশ্চয়,
মরিবে তোমার রাধা!

(ঝাঁপতাল।)

কি দোষ তোমার, করম সবার,
দিয়ে যাও শেষ দরশন।

(ধারা।)

ও পদ রাজিব রাজে, রাখিয়ে হিয়ার মাঝে,
অন্তিম শয়নে সখা! মুদিবে নয়ন! ৪২।

দশম দশা। *

তুয়া লাগি নিশি দিন, ভাবিতে তনু ক্ষীণ,
চৌদশী চাঁদ প্রমাণ!
নয়নেতে নিদ নাই, যামিনী দিবস রাই,
বসি রহে এক সমান।
ঐ আসে!—কই এল? কালি বলি, চলি গেল',
উৎকণ্ঠায় চাহে বাহিরিতে!
দেহ অতি দুরবল, চলিতেহ নাহি বল,
নারে আর উঠিতে বসিতে!
সোণার কমল রাই, আর সেহ রূপ নাই,
বিষাদে মলিন মুখ খানি।

* চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌতানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপোব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুদশা দশ॥

কিবা করে, কিবা কয়, কভু মৌন ধরি রয়,
কিবা ভাব কিছু নাহি জানি!
কভু দেহে ঝাঁপে বাস, কভু উষ্ণ বহে শ্বাস,
কভু শীত, কভু তাপ অতি!
কভু কাঁদে, কভু হাসে, কভু দূরে ক্ষুরে বাসে,
যেন ঘোর উন্মাদের মতি!
কভু হাহা! করি ধায়, পড়ি' ভূমে মোহ যায়,
দেখিতে লাগয়ে চিতে ভয়!
এখনো জীবন আছে, না জানি কি ঘটে পাছে,
এবে কর যে বিচার হয়! ৪৩।

কেন গোপীর গরব বাড়ালে?
যদি শেষ রাখিতে নারিলে?

অতুল অমূল নিধি——কেন দীন জনে দেখালে?
উঠা'য়ে অচলে, কেন অতলে ডুবালে?

ও অমিয় মধুর স্বর, কেন তারে শুনালে?
সে যে ছিল ভাল, র'ত কাল, কেন ভাল বুঝালে?

মন ভোরা, জ্ঞানহরা, কেন রূপ দেখালে ?
সার সরবস তার, কেন ছলে হরিলে ?
সুধাস্বাদ দিযে, পীরিতি বলিয়ে, কি গরল পিয়ালে ?
এখন—তখন রাইয়ের জীবন !—খুব মেনে বাদ সাধিলে !৪৪।

সুন্দরি ! মিছই গঞ্জসি, কোন্ হামে পুছসি !
রোই রোই দিন যায় !
বিধি-বন্ধ, করম মন্দ,
তাই দুঃখ পাওলু হেথায় ! ধ্রু।
স্মরণ হোয়ত যব সো সব হামার,
সোয়াথ না পাঁও চিতে, বাসি আঁধিয়ার !
যৈখনে আওয়লু তছু লোচন লোর,
কৈছনে ভুলব ?——মঝু হিয়া ভোর !
কৈছনে ভুলব সো কাতর বাণি !
কৈছনে ভুলব সো যুগ পাণি !
নিশি দিশি ধকধকি পোড়য়ে পরাণ !
আন কাজে রহু, তব তাহারি ধেয়ান !
ক্ষণহুঁ বিলম্বন সহয়ি না পারি !
অবহুঁ যাওয়ব চলি, যাঁহা মেরো প্যারী।

নাহি জান রাজবালা কৈছন আছে!
সখা কহ আও চলি, হেরব পাছে। ৪৫।

সহচরী সাথে, অবনত মাথে,
আসি কুঞ্জ মাঝ।
চাহিতে না পারে, বচন না স্ফুরে,
দাঁড়াল নাগর রাজ।
ধরণী শেযোপরি, শুতি ছিল নাগরী,
ত্বরিতে উঠল বসি।
নাগর হেরিয়ে, আঁচর বিছায়ে,
কহল মধুর হাসি। ৪৬।

হেন কি ক'রেছ, কাহে এত লাজ,
তুমিত হামারি পিয়া।
এস বঁধু এস, হৃদাসনে ব'স,
পাতিয়া রেখেছি হিয়া।
বিধাতা বিমুখ, দিল এত দুঃখ,
ভাগ যতেক মন্দ।
ভাগল দুঃখ, পাওয়লু সুখ,
হেরয়ি মুখ-চন্দ!

কা'হ বল বল, আঁখি ছল ছল,
শোচ কি লাগি আর ?
করমে যে ছিল, সকলি ফলিল,
কি দুঃখ করিব তার !
তুমিত বঁধুয়া, পরবাসী হঞা,
ভাল ত ছিলে হে সুখে।
আছি ল'য়ে আশা, মিটাব পিয়াসা,
পুনঃ দেখি চাঁদ মুখে।
হেসে কথা কও, পরাণ জুড়াও,
চাহ হে তুলিয়ে মুখ।
সখা কহ, প্রিয়,— মিলন রসে,
ঘুচল সকল দুঃখ। ৪৭।

বারিদ বিজরী, চাঁদ চকোর, কাঞ্চন নীলমণি,
অঙ্গে অঙ্গে, মিলল রঙ্গে, বিনোদ বিনোদিনী !
অপরূপ দুঁহু শোভা,
দুঁহে দুঁহু মনোলোভা,
অথির অধীর, হৃদয় দুঁহার, আঁখি পালটিতে নারে !

আঁখিতে আঁখিতে বাঁধি,
হিয়ায় হিয়ায় গাঁথি,
রসের পাথারে, না জানে সাঁতারে, দুঁহে নিমগল দুঁহারে!
মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে,
উজল যুগল রাজে,
পিয় পিয়ারসে, অলস আবেশে, মঞ্জরী সেবে পায়!
কোয়েলা কূজে কুহু,
পাপিয়া বোলে পিউ,
ভ্রমরা গুঞ্জে, বঞ্চিত সখা, কিঞ্চিৎ ও রস চায়! ৪৮।

নিবেদন।

বঁধু! তুমি সে নয়ন-মণি!
দেখিতে তোমায়, সদা প্রাণ চায়,
নিমিখে প্রমাদ গণি।
মদির নয়নে, মোহনীয়া দিঠি,
অধরে মধুর হাসি;
শতেক বাঁধনে, বাঁধিয়ে পরাণে,
করল তোমায় দাসী।

আমার যে ছিল, হরল সকল,
প্রাণ, মন, দেহ, গেহ।
এবে সাধ সুখ, তোমারই ও মুখ,
পীরিতি তোমারই লেহ।
সুভাব সুরস, সুনাম সুযশঃ,
তোমারি সকল মোর!
তুমি বুঝ যেই, মনোকথা সেই,
তোমাতেই চিত ভোর!
কি বলিব আমি, কিনা জান তুমি,
গোপন মরম-কথা!
চিরাশ্রিত দাসী, সেবা অভিলাষী,
চরণে শরণাগতা!
কেন এত কর, দাসী যে তোমার,
তারে কি এতই সাজে?
সখা যে অযোগ্য, চরণ রেণুর,
অযোগ্য জগৎ মাঝে! ৪৯।

স্বাধীন-ভর্তৃকা।

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্র সংভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীন-ভর্তৃকা॥

বঁধু! কেন বাধা বলে বাঁশরী?
আভিরী কুলের বালা, ঘরে মোর শত জ্বালা
কেমনে ও ধ্বনি শুনি ধৈরয ধরি!
তোমায় করিহে মানা, আর বাঁশী বাজায়োনা,
নাম ধ'রে ডাকে বাঁশী, সরমে মরি।
যদি হ'তে কুলনারী, বুঝিতে বেদনা তারি,
কি দুঃখে যাপয়ে দিন কুলের বহুরী।
শিখাও মুরলী মোরে, বাজাই ও নাম ধরে,
নাগর হইয়ে তোমা করিব নাগরী!
দাও পরাইয়ে ধড়া, বাঁধি দাও শিরে চূড়া,
ও সুরভি বন-মালা দাও গলে পরি!
ফুল-আভরণ দিয়ে, দাও মোরে সাজাইয়ে,
কেশর কস্তুরী দিয়ে লেখ হৃদি'পরি।
কৌস্তুভ হৃদয়ে ধরি, চরণে নূপুর পরি,
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইয়ে বাঁশী ফুকরি।

দুজনে অধীর প্রাণে, দুঁহে দুঁহু মুখ পানে,
নির্নিমেষে চেয়ে রই দিবা বিভাবরী!
বহি যাক ঝঞ্ঝাবাত, হোক শত বজ্রপাত,
মোরা রব আত্মহারা জগৎ পাসরি'। ৫০।



পরিশিষ্ট ।

প্রার্থনা ।

মনোহর-সাহী ।

শ্রীরাসবল্লভ প্রভু ! করুণা সাগর !
মোর সম কেহ নাই, অধম পামর ।
ত্রিতাপে তাপিত তনু, ব্যাকুল জীবন,
নিবার এ তাপ প্রভু ! দিয়া শ্রীচরণ ।
সহজ দয়াল তুমি আসিয়াছি শুনে,
তরিল ভুবন, প্রভো ! তব দয়া গুণে !
অযোগ্য, অসতমতি, অতি অভাজন,
পতিত-পাবন বিনে, কে করে পাবন !
বড় ভরসায় পদে সঁপিয়াছি মাথ,
কৃপা করি লহ দাসে করি আত্মসাৎ !
তুমি না করিলে দয়া জুড়াই কোথায় ?
শরণ লইল সখা শ্রীচরণ-ছায় ! ১ ।

বিনয়ের খনি, গৌর শিরোমণি,
গৌরাঙ্গ ভাবেতে ভোর!
গোরা-গুণময়, উদার-হৃদয়,
অপরশে দিল কোর!
পঁহু মোর দয়ার ঠাকুর!
তন্ময় চিত, ভাবে গদগদ,
পীরিতি রসের পুর।
প্রেমে গর, গর, হিয়া থর থর,
ঝুরে আঁখি অবিরাম।
পঁহু শ্রীনিবাস, পুনহুঁ প্রকাশ,
যেন এ ধরণী ধাম!
সিদ্ধান্তের খনি, ভক্ত চূড়ামণি,
ব্রজের নবীন চাঁদ!
অপার মহিমা, কেবা করু সীমা,
গোপীর পীরিতি ফাঁদ!
সে রূপলাবনি, করুণ চাহনি,
অরুণ চরণ শোভা!
হেন দশা হব, পুনঃ কি হেরব,
সখার মানস-লোভা! ২।

হা হা মোর গৌর কিশোর!
হসিত বয়ান, করুণ নয়ান,
তনু মন রস ভোরি!
তুহুঁ পীরিতি সাগর, রসিক নাগর,
পতিতপাবন জানি!
মঝু হিয়া মন, শ্রীপদে অর্পণ,
কৈনু শীতল মানি।
তুহুঁ গুণনিধি, দয়াব অবধি,
তুয়া সম কেহ নাই!
তুহুঁ তাপিত জনার, সুখের পাথার,
ডুবিয়া সোয়াথ পাই।
ঐ অকূলের তরী, শ্রীপদ তুহারি,
পরম ভরসা করি—
বিনামূলে তাই, বিকায়িনু পায়,
রাখিও চরণে ধরি।
বঁধু! নিদয় হ'য়ো না, তেয়াগ ক'রো না,
গতি-মতি-হীন অতি!
তুহুঁ জগতের-পতি, জগতে খেয়াতি,
সখা বা যাইবে কতি ? ৩।

ভজন সাধন, শ্রীশচীনন্দন,
ও নাম গলার হার!
জপঃ তপঃ ধ্যান, স্মরণ মনন,
দেহের গেহের সার!
কহ বিশ্বম্ভর, গৌর সুন্দর,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ;—
ঘুচিবে যাতনা, বিষয়-বাসনা,
লভিবে প্রাণারাম!
ব্রজের সম্ভার, প্রীতি-রস-সার,
ভাবিনীর মহাভাব—
মিলে অবহেলে, সে নাম স্মরিলে,
লভি' স্বরূপ-স্বভাব।
অকপটে সবে, গাও গাও তবে,
রসরাজ-গোরা গুণ।
কিছু নাহি আর, সেই পদ সার,
গাও গাও পুনঃ পুনঃ।
শয়নে, স্বপনে, সজনে, বিজনে,
গাও তাঁহারি লীলা ;
শুনিলে চরিত, গলে পশু-চিত,
দরবয়ে দারু শীলা।

যে নাম করিল, সেনায় তরিল,
পাইল প্রেম সবে।
অধম অপরাধী, নামে নাহি রুচি,
মজে না, তরিল ভবে !

না জানি ভজন, না জানি পূজন,
নাহি যোগ কিছু সাধনা।
যদি এ দীন জন, তার নিজগুণে,
তবে জানি তব করুণা !
পূন এই দেহে, জগাই, মাধাই,
অধম অজ্ঞান অতি,
তোমারই কৃপায়, উদ্ধারিছ সাথ,
পতিত-পাবন খ্যাতি !
সুরত সুজন, অধম দুর্জন !
কেবল—কেমনে কি গুণ জানে,
এবে প্রীতি সাদরে, কাতর কাঁদিছে,
দরশ প্রসন্নে [illegible]
দুখিনী একাকী, কেমন তোমারে,
পাতকী-তারণ নাম !

যদি পার হে আমারে, তারিতে দুস্তরে,
তবে জানি কৃপা-ধাম!
অধম অজ্ঞান, আমার সমান,
কেহ নাই ভবে আর!
যদি দয়াকর, সখা সুপামর,
অনায়াসে হয় পার!

কিবা শ্যামল সুন্দর, মূরতি মনোহর,
ইন্দ্রনীল নিভ ভাতি!
শিরে চূড়া বাঁকা, উড়ে শিখি-পাখা,
শ্রীমুখে কোটী-চাঁদ-দ্যুতি!
বন-হার গলে, গুঞ্জ-মালা দোলে,
উরসে কৌস্তুভ রতন!
হৃদি-পরে লেখা, ভৃগু-পদ-রেখা,
কটী-তটে পীতবসন!
রাধা-সাধা-সুর, মুরলী মধুর,
রাজিত কোমল করে—
যমুনা উছলে, বিহগ কাকলে,
ব্যাকুলা গোপিকা স্বরে!

হাসে মিঠি মিঠি, চাহে এক দিঠি,
বঙ্কিম-নয়ন-ঠামে!
নবীনা নাগরী, ব্রজের কিশোরী,
বিরাজে ব্রজ-বঁধু বামে!
দুহুঁ রূপ মাধুরী, দুঁহে দোঁহা নেহারি,
উভে উভ ডুবিতে চায়।
সখার মিনতি, রহুঁ রতি মতি,
কিশোরী কিশোর পায়!

জয় দেব! জয় দেব! জয় জয় ভব ভয় হারি!
জয়—সুজন-পালক, অসত-নাশক,
পাপ-তাপ দুঃখ বারি!
জয়—অঘ-বক-নাশন, কালীয়-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধন-গিরি ধারি!
জয়—যাতন-হারক, পাতক-তারক,
ভকত-হৃদি বিহারি!
জয়—গোপ-বিনোদন, গোপিকা-রঞ্জন,
মঞ্জু-কুঞ্জ-বন চারি!
জয়—রসিক-শেখর, পীত বাস-ধর,
মোহন-বেণু ধারি!

জয়—মহাভাবেশ্বর, রাধা-মনোহর,
ব্রজ-বধূ-চিত-হারি!
কুরু কৃপাদান, দীন জন যাচে,
সখা তব কৃপায় ভিখারী।

৩ থোরে ঠারহুঁ দোননে!
পিয়াসিনী, ইহ চাতকিনী,
জুড়ায়ব, তব দরশ-রস পানে! ধ্রু

চাহি চাহি কত গত দিন মাসা,
পিব পিব আশে বাঢ়ত পিয়াসা,
কবহুঁ মিটায়ব এ খর তিয়াসা,
কতকাল গোঙায়ব জলদ ধেয়ানে!

তুঁহি প্যায়ো! নব নীর-ধর,
রাধা-দামিনী-দে নলকে তুহুঁ পর,
বরথি সুধাসার চাতকী অধর পর,
জিয়াও বধূ! ইহ ভিখ দানে।

মঞ্জরীগণ ঘেরি দেহ করতারি,
হাস মিঠি মিঠি রাধা বনোয়ারী,
উছলি ভুবন, হাস-সুধা-রসে—
তিতব ঊষর চাতকী পরাণে!

প্রভাতী।

রামকেলী—একতালা।

জয়—শ্রীশচী-নন্দন, গদাধর-জীবন,
শ্রীবাস-অঙ্গণ-নর্ত্তন!
জয়—দ্বিজ-কুল-উজ্জ্বল, নিজ-জন-বৎসল,
শ্রীমুখ সরসিজ-শোভন!
জয়—কনক-রুচির, গৌর-সুন্দর,
সর্ব্বগুণাশ্রয় পরাৎপর!
জয়—প্রেম মূরতি-ধর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
রসরাজ-মহাভাব একাধার!
জয়—কুটিল কুন্তল, অপাঙ্গ চঞ্চল,
নয়ন-খঞ্জন-গঞ্জন!
জয়—সংকীর্ত্তনপর, কলি-কলুষহর,
ভব-ভয়-তারণ-কারণ!
জয়—মায়াপুরেশ্বর, শুভ্রাম্বর ধর,
বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর প্রিয়ম্বদ!
জয়—নবদ্বীপ প্রাণ, আর্ত্তজনত্রাণ,
দীন-জন-সব-সুখ-সম্পদ!

জয়াদ্বৈত স্তুত, স্বরূপ বন্দিত,
জগদানন্দ প্রাণাধার !
জয়—গজপতি পাবন, রামানন্দ-প্রাণ,
হরিদাসেশ্বর সারাৎসার !
জয়—গোবিন্দ-সেবিত, মুরারী পূজিত,
মুকুন্দ, বল্লভ-পাবন !
জয়—শ্রীরূপ-প্রাণধন, সনাতন-জীবন,
সার্ব্বভৌম-চিত-শোধন !
জয়—নিত্যানন্দময়, রঘুনাথাশ্রয়,
গোপীনাথ-ভীতি বারণ !
জয়—সচল জগন্নাথ, গোপালভট্ট তাত,
প্রকাশানন্দ উদ্ধারণ !
জয়—ভবাব্ধি-ভেলক, কল্মষ-পাবক,
ভকত বৎসল দয়াঘন !
যাচে কৃপালেশ, সখা দাসাভাস,
দেহি দেহি দীনে বর-চরণ।

রামকেলী—একতালা।

জয়—যশোদানন্দন, রাধিকা জীবন,
গোপিকা রঞ্জন মোহন !

জয়—মদন-মোহন, মদন-মর্দ্দন,
বদন নীলাব্জ শোভন!
জয়—নবঘন লাঞ্ছন, পীতবাস পিন্ধন,
শিরে শিখণ্ডক ভূষণ!
জয়—বৃন্দাবিপিন ধন, ধেনুগণ চারণ,
দ্বিজ মনঃ-তমঃ-ঘন-নাশন!
জয়—কেশী-বিঘাতন, মধু-মুর নাশন,
কালীয় বিষধর গঞ্জন!
জয়—শঙ্খাসুরার্দ্দন, ব্রজ-জন প্রাণ,
গোপেশ হরষ বর্দ্ধন!
জয়—শকট-ভঞ্জন, কৈটভ-শাসন,
যমল অর্জ্জুন-মোচন!
জয়—ইন্দ্র-গর্ব্বহর, গোবর্দ্ধন-ধর,
বিরিঞ্চি-বন্দন পাবন!
জয়—পুতনাঘাতন, অঘ-বক-নাশন,
রাসেশ্বর, হর-বন্দন!
জয়—গোপীশ্বরেশ্বর, কুণ্ড-তট চর,
কেলী কলারস মণ্ডন!
জয়—বেণুবাদনপর, গোপীবাসহর,
তপন তনয়া-তট শোভন!

জয়—বনমালাধর, সুরস-রঙ্গপর,
নিধুবন নিকুঞ্জ বিচরণ!
জয়—কৃষ্ণগোবিন্দ, কেশব মুকুন্দ,
গোকুলানন্দ দামোদর!
জয়—শ্রীশ্যামসুন্দর, কৌস্তুভ উরঃধর,
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত মনোহর!
জয়—ত্রিলোকতারক, ত্রিতাপহারক,
মাধব, মনোজ-মথন!
লহ সখাদাসে, শ্রীপদ-যুগ-পাশে,
ভব-পাশ-বন্ধন-খণ্ডন!

আরাত্রিক।

শচীর অলিন্দ পরে, হরষিত অন্তরে,
বৈঠল গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তাম্বূল সম্পুটে ভরি, দাঁড়াইল নরহরি,
চামর ঢুলায় গদাধর।
কেহ গন্ধ দীপ জ্বালে, অগুরু চন্দন ভালে
দিল কেহ, আনন্দ অন্তরে।

রত্ন দীপ আরতি, গোঘৃত কর্পূর বাতি,
শচীমাতা আনিলা সত্বরে!
বহু বেরি আশীষি' মুছায়ে বদন-শশী,
দিঠি ভরি হেরয়ে মুখ।
অতি অনুরাগ ভরে, মধুর আরতি করে,
আনন্দে উথলয়ে বুক!
ভরিয়ে কনক থালা, গাঁথি নানা পুষ্পমালা,
আর যত ফুল আভরণ,—
আনি সাজাইল গোরা, আনন্দে হৃদয় ভোরা,
হরিধ্বনি ভরিল ভুবন!
মৃদঙ্গ মধুর বাজে, করতাল শঙ্খ গাজে,
পুরনারী দেয় হুলাহুলী।
উচ্চৈরোলে ভক্তগণ, গাহে হরি-সংকীর্ত্তন,
কেহ বা নাচয়ে বাহু তুলি'।
ব্রহ্মা, শিব যোড় করে, অন্তরীক্ষে স্তুতি করে,
বরষয়ে কুসুম-আসার!
সপুলকে দেবগণ, আসি করে দরশন,
একলে বঞ্চিত সখা ছার!

মঞ্জু কুঞ্জ বনে, মরকত আসনে,
বৈঠল বরজ-দুলারী।
পিন্ধনে নীল-বাস, সুধাধরে মৃদু হাস,
রূপে তিন ভুবন উজারি! ধ্রু।

জয় জয় বৃষ-ভানু-রাজ-কুঙারি!
কিয়ে কম স্নিগ্ধরূপ, কিয়ে সুধা-রস-কূপ,
বিভোর লুবধ নয়ন চকোরী।
শ্রীচরণ সরসীজে, ভকত মধুপ রাজে,
সুধা পিতে কতই উল্লাস!
শ্রীকর-নখর-পরে, শশধর দ্যুতি ক্ষরে,
কোটি চাঁদ বদনে প্রকাশ!
যেন মণি-যুত ফণী, দুলে বিননিত বেণী,
নাসাপুটে গজমতি রাজে!
কলানিধি কলাজিনি, সুছাঁদ ললাট খানি,
সিঁথক সিন্দুর শুভ সাজে!
কমল সুকোমল, স্নিগ্ধ নিরমল,
করুণ নয়ন হাসি চায়।
সে দিঠি পরতাপে, হাসে চরাচর,
অযুত জগত জুড়ায়!

প্রিয়সখী ললিতা, মধুর আরতি করে,
কেহ করে মঙ্গল গান।
মৃদঙ্গ মন্দিরা, মুরজ মুরলী বীণা,
ধ্বনি উঠে গগন সমান!
দেবগণ হরষে, কুসুম বরষে,
পুলকে পূরিত প্রাণ!
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আসি করযোড়ে সব,
করে তিঁহ আরতি গান!
মিনতি শ্রীমতী, বার বার নতি,
অনুমতি দেহ সেবিকায়—
মঞ্জরীগণ সনে, অতি পুলকিত মনে,
সখা সেবে তব যুগ পায়!

নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রতন আসন সাজে,
তাহে বসি' যুগল কিশোর।
মধুর সুধীর হাসে, নানা রসযুত ভাষে,
ভাবরসে উভয়ে বিভোর!
দেখি সন্ধ্যা সমাগত, ল'য়ে সখীগণ যত,
রত্নদীপ, আরতি সম্ভার—

রাধাশ্যামে জয় দিয়ে, দাঁড়াল মণ্ডলী হ'য়ে,
গদ গদ অন্তর সবার।
নানা যন্ত্র সুর তান, উঠিল মঙ্গল গান,
তনু মন হরষে পূরিল।
আনন্দের নাহি ওর, নাচে গানে সবে ভোর,
সুখ-সিন্ধু উথলি উঠিল।
অন্তরীক্ষে দেবগণ, করে সবে বরিষণ,
গন্ধ, মাল্য, কুসুম-আসার!
রসময় কুঞ্জবন, প্রীতি-রসে নিমগণ,
একলে বঞ্চিত সখা ছার!

সংকীর্ত্তন।

আমার প্রাণ ল'য়ে—ঐ গোরা যায়!—
(বাহু হেলাইয়ে, দোলাইয়ে।)
ত্রিজগৎ মাতাইয়ে, ভাসাইয়ে রূপের ছটায়!
পুলকে পূরিত কায়, কণ্টকিত তরু প্রায়,
(গোরা) কভু হাসে, কভু নাচে, কভু বা লুঠায়!
কভু কাঁপে থরহরি, মুখে হা হা হরি! রি হ!
বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদিয়ে বেড়ায়!

নীলাচল-নাথে হেরি,' পুলক আবেশে ভরি',
জয়-জয়-গগ-বলি' হৃদে ল'তে ধায়!
বচন না স্ফুরে মুখে, দু'টা হাত ধরি বুকে,
গদগদ হ'য়ে ডাকি' কাঁদিয়ে কাঁদায়!
ভাবের আবেশে গোরা, তনু মন রসভোরা,
প্রেমের পাথারে ভাসি সবারে ভাসায়!
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি, আচণ্ডালে বলে কাঁদি,
(একবার) হরি ব'লে কিনে লও, ধরি সবার পায়!

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমনিধি, দয়াল নিত্যানন্দ!
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, শ্রীরাধে গোবিন্দ!
গোরা গুণনিধি,
কৃপার অবধি,
কেহ নাই ভবে আর।
যে জন শরণ,
ল'য়েছে চরণ,
সে জানে সে গুণ তার!
একবার অকপট হ'য়ে,
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়ে,
ডাকিয়ে দেখনা বদন!

দুঃখ-জ্বালাময়—
তাপিত হৃদয়,
জুড়াবে, নিবিবে দহন!

শ্রীগৌরাঙ্গ নাম,
শান্তি-সুখ-ধাম,
প্রেমদ-আনন্দ-সদন।

মিছে কি রটনা
বারেক রটনা,
মজিবি, বুঝিবি যখন!

যখন আঁধার দেখিয়ে,
উঠিবি কাঁদিয়ে,
খুঁজিবি কে আছে আপন!

কুল মান ধন,
গৃহ পরিজন,
কি আর করিবে তখন!

তবে, কেমনে পাসরি,
সে প্রাণের হরি,
যে জন শমন শাসন!

তবে, ভজরে ভজরে,
মজরে মজরে,
লওরে শ্রীপদে শরণ!

শাস্ত্র বেদ বিধি,
সবে দেয় বিধি,
হরি নাম সর্ব্বসার!

বিনে হরি নাম,
দিতে নিত্যধাম,
ক্ষমতা আছে বা কার?

তবে কেমনে ভুলিলি,
কিসে বা মজিলি,
ডুবিলি মোহে বা কার?

হারা হ'য়ে তরী,
তৃণপাত্র ধরি,
সাধ কেন বাঁচিবার?

এখনো বদনে,
বল্‌রে সঘনে,
মধুর শ্রীহরি নাম!

পাপ তাপ যাবে,
শমন পলাবে,
    লভিবি আনন্দ-ধাম !

গোরা নটরাজে,
বাঁধি হিয়া মাঝে,
    পরায়ে পীরিতি ডোর !

স্বরূপ স্বভাবে,
ভাবিনীর ভাবে,
    রহিবি সতত ভোর !

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

